CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 September 2021 ■ আগরতলা ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং ■ ১৮ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনার বিরুদ্ধে উদাসীনতার প্রতিযোগিতা চলছে, সরকার নির্বিকার

ভয়ংকর ঝড় নিয়ে আসছে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ

নয়াদিল্লী, ৩ সেপ্টেম্বর।। উৎসবের মরসুমে ঘরে থাকুন বলে ফের আজ দেশবাসীকে সতর্ক করে দিল কেন্দ্র। তা না হলে কেরলে ওনাম উৎসবের পরে যে ভাবে করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়েছে, এ ক্ষেত্রেও গোটা দেশে সংক্রমণ ফের লাগামছাড়া হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এখনও দেশের বেশ কিছু প্রান্তে সক্রিয় রয়েছে। সংক্রমণের গ্রাফও প্রায় প্রতি দিন ওঠা-নামা করছে।

আজ যেমন দেশে সংক্রমিতের সংখ্যা প্রায় ৪৭ হাজার ছাড়িয়েছে। যা গত কয়েক দিনে সর্বোচ্চ। সংক্রমিতের ওই সংখ্যা নতুন করে চিন্তা বাড়িয়েছে কেন্দ্রের। এই আবহে আগামী দু'মাসে দেশের নানা প্রান্তে পরপর একাধিক উৎসব (গণেশ পুজো, নবরাত্রি, দুর্গাপুজো, ইদ) পালন হওয়ার কথা। এ যাত্রায় সে সব উৎসব থেকে দূরে থাকারই পরামর্শ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূষণ। তাঁর কথায়, "দ্বিতীয় ধাক্কার প্রভাব এখনও যায়নি। তাই এ বছর বাড়িতে থেকেই উৎসব পালন করুন।

একান্তই প্রয়োজন না পড়লে উৎসবের দিনগুলিতে বাড়ি থেকে বেরোবেন না। উৎসবের দিনে ভিড় এড়িয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। একান্তই যদি ভিড়ের মধ্যে যেতে হয়, তা হলে তার আগে টিকার দু'টি ডোজ নেওয়া নিশ্চিত করুন।" স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ব্যাখ্যা, গত বার উৎসবের মরসুমের পরে দেশে করোনা রোগীর সংখ্যা এক লাফে বেড়ে গিয়েছিল। এ বার সেই চিত্রের পুনরাবৃত্তি হোক, তা মোটেই কাম্য নয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কাছে। বিশেষ করে যেখানে তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার আশঙ্কা পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। সেখানে উৎসবের ভিড়কে কাজে লাগিয়ে করোনা নিজের শক্তি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আক্রান্ত আরও ৬২ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৫,৩৪৪ জনের নমুনা পরিক্ষা করে ৬২ জনের সংক্রামন শনাক্ত হয়। মৃত্যু হয় নি কারোর। পশ্চিম জেলা করোনা নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৩ জন, খোয়াই জেলায় ২ জন, গোমতী জেলায় ১ জন, দক্ষিণ জেলায় ৭ জন, ধলাই জেলায় ৪ জন, ঊনকোটি জেলায় ১ জন এবং উত্তর জেলায় ৭ জন। সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭৫৬ জন।

পজিটিভিটি হার বর্তমানে রয়েছে ১.১৬ শতাংশ। মৃত্যুর হার ০.৯৬ শতাংশ। সুস্থতার হার ৯৮.১২ শতাংশ। তবে উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠছে সংক্রমণ নিয়ে মানুষের অসচেতন মনোভাব। চলতি মাসে শুরু হচ্ছে পুজোর মরশুম। বাজারে বাড়ছে ভিড়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেই কোনো সচেতন মূলক অভিযান। বেলাগাম ভাবে ঘোরাঘুরি করছে একাংশ আপামর জনগণ। কোভিড বিধি মানছে না। এমনকি ক্রেতা-বিক্রেতার কেউই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইন্দ্রনগরে ফাঁসিতে আত্মঘাতী যুবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। ইন্দ্রনগরে এক যুবতীর ফাঁসিতে ঝোলানো মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় রহস্য তৈরি হয়েছে। মৃত যুবতীর নাম রাজশ্রী দেব (৩৩)।পিতার নাম তাপস দেব। বাড়ি ইন্দ্রনগর কবরখলা এলাকায়।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সে ঘরের বাইরে একটি আম গাছের সঙ্গে উড়না দিয়ে ফাঁসি দিয়েছে বলে পরিবারের বিবরণ।শুক্রবার কাকভোরে তার মৃতদেহ দেখতে পান পরিবারের লোকজন। খবর পেয়ে জিবি ফারি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। প্রাপ্তবয়স্ক যুবতীর এই অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে রহস্যের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় নাগরিক মহল। তারা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছেন।

এদিকে, ওই যুবতী একটি সুইসাইড নোট রেখে গিয়েছে। ওই সুইসাইড নোটে চারজনকে দায়ী করা হয়েছে তার উপর নির্যাচনের।

ভারত-রাশিয়া অংশীদারিত্ব স্থায়িত্ব আনতে পারে গ্লোবাল এনার্জি মার্কেটে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। ভারত-রাশিয়ার মধ্যে দৃঢ় অংশীদারিত্ব গ্লোবাল এনার্জি মার্কেটে স্থিতিশীলতা আনতে সাহায্য করতে পারে। শুক্রবার ভার্চুয়ালি আয়োজিত ইস্টার্ন ইকোনমিক ফোরামের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যের জন্য উত্তরের সমুদ্রপথ খোলার ক্ষেত্রে ভারত ও রাশিয়া অংশীদার হবে।

এদিন বক্তব্য রাখার শুরুতেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ইস্টার্ন ইকোনমিক ফোরামে বক্তব্য রাখতে পেরে আনন্দিত ও এই সম্মাননার জন্য প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ধন্যবাদ জানাই। ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতায় "সঙ্গম" এর একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে, এর অর্থ নদী,মানুষ, ধারণার সঙ্গম অথবা একত্রিত হওয়া।

আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে ভ্লাদিভোস্টক প্রকৃতঅর্থেই ইউরেশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের একটি "সঙ্গম"।' মোদী বলেছেন, 'রাশিয়ার সুদূর পূর্বের উন্নয়নে প্রেসিডেন্ট পুতিনের দৃষ্টিভঙ্গিকে সাধুবাদ জানাই। এই ভিশন বাস্তবায়নে রাশিয়ার একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার হবে ভারত। ২০১৯ সালে আমি যখন ফোরামে যোগ দিতে ভ্লাদিভোস্টক গিয়েছিলাম, তখন আমি সুদূর পূর্ব নীতি প্রণয়নে ভারতের অঙ্গীকার ঘোষণা করেছিলাম।'

ইস্টার্ন ইকোনমিক ফোরামের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, 'আমি ভীষণ আনন্দিত যে ভারতের অন্যতম বৃহত্তম শিপইয়ার্ড, মাজাগন ডকস লিমিটেড বিশ্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক জাহাজ নির্মাণের জন্য জাভেজদার সঙ্গে অংশীদারিত্ব করবে।' মোদী বলেছেন, 'ভারত ও রাশিয়া গগনযান কর্মসূচির মাধ্যমে মহাকাশ অনুসন্ধানে অংশীদার। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যের জন্য উত্তরের সমুদ্রপথ খোলার ক্ষেত্রে ভারত ও রাশিয়া অংশীদার হবে।

ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব কালের পরীক্ষায় দাঁড়িয়েছে। অতি সম্প্রতি, কোভিড-১৯ মহামারীর সময় আমাদের মধ্যে দৃঢ় সহযোগিতা দেখা গিয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে ভ্যাকসিন। মহামারী আমাদের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতায় স্বাস্থ্য ও ফার্মা সেক্টরের গুরুত্ব তুলে ধরেছে।' প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, 'ভারত-রাশিয়ার মধ্যে দৃঢ় অংশীদারিত্ব গ্লোবাল এনার্জি মার্কেটে স্থিতিশীলতা আনতে সাহায্য করতে পারে। এই ফোরামে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে ভ্লাদিভোস্টকে আছেন আমাদের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী।'

দলীয় কর্মসূচি স্তব্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক তৎপরতা স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। শুক্রবার আগরতলা শহরে সুপারি বাগানস্থিত দশরথ দেব মেমোরিয়াল হলে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করে দিয়ে এ ধরনের চক্রান্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে তাদের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

অভিযোগ বিজেপি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসকে আটকানোর জন্য মারাত্মক অগণতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করছে।৩ রা সেপ্টেম্বর আগরতলা শহর এলাকার সুপারি বাগানে দশরথ দেব মেমোরিয়াল কনফারেন্স হলের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।যেখানে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস একটি যোগদান সভা করার পরিকল্পনা করেছিল। ২ ঘন্টা পরেও বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয় নি এবং শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস একটি জেনারেটর আনতে বাধ্য হয়।

গত মাসেও সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সায়নি ঘোষের সঙ্গেও একই রকম ঘটনা ঘটেছিল। পরপর এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ধরনের কার্যকলাপকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলে আখ্যায়িত করেছেন অনেকেই।

এভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে অনুষ্ঠান বানচাল করার চেষ্টা নেহাতই ছেলেমানুষি বলেও অনেকেই মন্তব্য করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক তৎপরতা এভাবে বন্ধ করার প্রয়াস দিলেও তৃণমূল কংগ্রেস থেমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এবার ৫-১৮ বছর বয়সীদের জন্য আছে করোনা টিকা কর্বেভ্যাক্স

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি আরও একটি টিকা পেতে চলেছে দেশ। অক্টোবরের মধ্যেই বাজারে আসতে চলেছে বায়োলজিক্যাল-ই-র করোনা টিকা কর্বেভ্যাক্স। ইতিমধ্যেই পরবর্তী পর্যায়ের পরীক্ষাণের জন্য ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদন পেয়েছে কর্বেভ্যাক্স। হায়দরাবদের সংস্থার তৈরি করোনা টিকা এবার দেশে ২/৩ পর্যায়ের ট্রায়াল শুরু করতে পারবে।৫ থেকে ১৮ বছরের শিশুদের উপর এই ট্রায়াল হবে।

বায়োলজিক্যাল-ই-র তৈরি এই টিকা আদতে এক ধরনের আরডিবি প্রোটিন সাব-ইউনিট টিকা। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এই টিকা সাধারণ মানুষের নাগালে চলে আসবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই কোভিড টিকার জন্য গঠিত জাতীয় বিশেষজ্ঞ দল এই টিকা পরীক্ষা করে দেখেছে। করোনা রোধক এই টিকার ৩০ কোটি ডোজ কেনার জন্য ভারতীয় সংস্থা বায়োলজিকাল-ইয়ের সঙ্গে ইতিমধ্যেই চুক্তি চূড়ান্ত করে ফেলেছে কেন্দ্র। ডিসেম্বরের মধ্যে সেই টিকা প্রদান করবে হায়দরাবাদের সংস্থাটি।

এর আগে গতকালই নীতি আয়োগের সদস্য ভিকে পাল জানান অক্টোবরেই বাজারে আসতে পারে বায়োলজিকাল-ই-র টিকা। বর্তমানে প্রাপ্ত বয়স্কদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুঙ্গিয়াকামীতে বিষধর সাপের কামড়ে গুরুতর আহত নাবালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। বিষধর সাপের কামড়ে গুরুতর আহত এক নাবালক। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী আর.ডি ব্লকের অধীনে বিলাইহাম এলাকায়। আহত ওই ১৩ বছর বয়সি নাবালকের নাম রাম সাধু রিয়াং। মুঙ্গিয়াকামী আর.ডি ব্লকের অধীনে বিলাইহাম এলাকার বাসিন্দা পেশায় জুমিয়া পূর্ণ রাম রিয়াং-এর ১৩ বছর বয়সি নাবালক ছেলে রামসাধু রিয়াং বাড়ি থেকে বের হয় জুমে যাওয়ার জন্য।

জুমে যাওয়ার পথে রাম সাধুকে বিষাক্ত সাপ ছোবল দেয়। সাপের ছোবলে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে।এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে অন্যরা তাকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে গ্রামের কবিরাজ দিয়ে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শুরু করে। কিন্তু তার অবস্থা ধীরে ধীরে অবনতি হতে শুরু করে। ঘন ঘন বমি করতে থাকে। এ সকল উপসর্গ প্রত্যক্ষ করে বৃহস্পতিবার রাতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে তার পরিবারের লোকজন।তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জি.বি হাসপাতালে প্রেরণ করেন। তবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুগেও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা গুলিতে যে মানুষজন এখনো কবিরাজি; ঝাড়ফুঁক; তাবিজ-কবজ; মাদুলির উপর ভরসা করছে এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে তা আবারও প্রমানিত।

১.৫৯ লক্ষ ঘর নির্মাণে গ্রামোন্নয়ন দফতরের বিশেষ পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। ২০২১-২২ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার জন্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে ১.৫৯ লক্ষ ঘর অনুমোদন দিয়েছে। এই পদক্ষেপ সকল অনুমোদিত গ্রামীণ পরিবারের সরকারি ঘর পাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিন্ত করবে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গত ২৮ থেকে ৩০ আগস্ট ত্রিপুরা সফরে এসে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এই অর্থ বছরে আরও ঘরের আনুমোদন দেওয়া হবে যদি অতি সত্বর ১.৫৯ লক্ষ ঘর রাজ্যে তৈরি করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে

ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দফতর তাই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই ১.৫৯ লক্ষ ঘর নির্মাণের পদক্ষেপ নিয়েছে। গ্রামোন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত সচিব ড় টি কে দেবনাথ বলেন, ঘর পাওয়ার উপযুক্ত পরিবারগুলিকে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ঘরের অনুমোদন দেওয়া হবে। অনুমোদন পাওয়ার পর সুবিধাভোগীকে আধার নম্বর ও আধার ব্যবহারের সম্মতি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, রেশনকার্ডের নকল, এমজিএন রেগার কার্ডের নকল, জমির দলিলের নকল গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে জমা দিতে হবে। সঙ্গে সুবিধাভোগীর মোবাইল নম্বরও দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ঘরের জন্য বরাদ্দ টাকা, ঋণের ব্যবস্থা ও ঘর নির্মাণের সময়সীমা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার (৯০:১০) প্রতিটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুশ্চরিত্রার অপবাদ দিয়ে গ্রাম থেকে তারিয়ে দেওয়া হল অসহায় মহিলাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর।। দুশ্চরিত্রার অপবাদ দিয়ে গ্রাম থেকে তারিয়ে দেওয়া হল এক অসহায় মহিলাকে।এই নিয়ে কদমতলা থানাতে মহিলার পক্ষ থেকে মামলা করা হলে ও পুলিশ এই ব্যাপারে কোন পদক্ষপ না নেওয়াতে মহিলা বাড়ি ছড়া। গ্রামবাসীর তরফ থেকে পাল্টা মামলা। ঘটনা কদমতলা থানাধীন দক্ষিণ কদমতলা এলাকায়।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন দক্ষিণ কদমতলার জনৈক সালেমা বেগম তার মা আনোয়েরা বেগমের সাথে থাকতো। গত চব্বিশ আগষ্ট রাতে তার এক আত্মীয় তাদের বাড়িতে এলে গ্রামের জনগন আত্মীয়কে আটক করে মহিলাকে দুশ্চরিত্রা বলে মহিলাকে গ্রামের

কদমতলায় উত্তেজনা

কয়েকজন মিলে মারধর করে বলে অভিযোগ। সালেমা বেগম অভিযোগ করে বলে, তার স্বামী বহিরাজ্যে কাজ করে। সে বরগোলের তার স্বামী বাড়িতে না থাকে তার মার বাড়িতে থাকে। তাদের এই একাকিত্বের সুযোগে এলাকার জনৈক তার আত্মীয় তাদের বাড়িতে এলে গ্রামের জনগন তার আত্মীয় সহ তাকে মারধোর করে।সালেমা বেগম জানায় এই গ্রামের কয়েক জন মাতাব্বর তাকে দুশ্চরিত্রা আখ্যা দিয়ে তাকে এবং তার মাকে সমাজ এই গ্রামের কয়েকজন তাদের হিংসা চরিতাত্র করার জন্য তাদের দীর্ঘ দিন যাবত নানা ভাবে হয়রানি করে আসছে।

সম্প্রতি আসাম ত্রিপুরা সিমান্ত চ্যুত করে। বর্তমানে তারা নিজ বাড়ি ঘর ছেড়ে চুরাইবাড়িতে এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। মহিলা জানায়, এই ঘটনা জানিয়ে কদমতলা থানাতে লিখিত অভিযোগ করলে ও পুলিশ এখন পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেনি। থানায় অভিযোগ করা হয় গ্রামবাসীদের তরফ থেকেও।পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যাবস্তা গ্রহন না করাতে অসহায় মহিলা তার বৃদ্ধা মাকে নিয়ে ঘর ছাড়া।

এই ব্যাপারে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকারকে জিজ্ঞাসা করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দূর্ঘটনায় আহত ছাত্র স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় জনমনে বাড়ছে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত ছাত্রকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম দায়িত্ব পালন না করায় চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের দুপুরের বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে অমানবিকতার অভিযোগ উঠেছে।বৃহস্পতিবার স্কুলে যাবার সময় এক ছাত্রকে টি আর ০৭৩০৫৫০ নম্বরের একটি মারুতি গাড়ি ধাক্কা মেরে চলে যায়। মারুতি অল্টো গাড়িটি পালিয়ে যায়। ছাত্রটি দীর্ঘক্ষন জাতীয় সড়কের পাশে পড়ে থাকে। ছাত্রটির নাম সুব্রত সেনগুপ্ত। বয়স ১ বছর। পিতার নাম দুলাল সেনগুপ্ত।

ছাত্রটি চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে পড়ে। ছাত্রটি স্কুল ড্রেস পড়ে বাইসাইকেলে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে যাবার সময় বিদ্যালয় থেকে মাত্র ছয় হাত দূরত্বে মারুতি গাড়িটি ধাক্কা দেয়। বুড়ামা মন্দিরের সামনেই জাতীয় সড়কে গাড়ি ধাক্কা মারে বলে জানা গেছে। ছেলেটির পা কেটে যায়।হাতে পায়ে বুকে মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা পায়। উরুর মাংস অনেকখানি কেটে যায়।অনেক রক্তক্ষরণ হয়। সাইকেল এর কিছু অংশ ভেঙ্গে যায়।দীর্ঘক্ষন সড়কের পাশে পড়ে ব্যথায় কাতরাতে থাকে। স্কুলের সামনে ঘটনা।অথচ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রী কেউ এগিয়ে আসেনি।

শেষ পর্যন্ত ছাত্রটির গ্রামের দুইজন লোক ছাত্রটিকে রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখে তড়িঘড়ি একটি গাড়ি নিয়ে ছাত্রটিকে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর দেয়া হয় ছাত্রটির মা রত্না দাস সেনগুপ্তকে। ছাত্রটির মা তখন কাজে ছিলেন। খবর পেয়ে ছুটে চলে যান বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতাল। গিয়ে ছেলের এই অবস্থা দেখে চিৎকার করে কান্না করতে থাকেন। ছাত্রটির মা অত্যন্ত গরীব। কখনো রাজমিস্ত্রির জুগালি কাজ ,কখনো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়া ও বিলোনীয়ায় বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া/ তেলিয়ামুড়া, ৩ সেপ্টেম্বর।। গাঁজা বোঝাই গাড়ি সহ রাজনগরে পি আর বাড়ী পুলিশের হাতে ধৃত এক গাড়ি চালক , গাড়ি চালকের নাম শিপন সরকার , , শুক্রবার দুপুরে বিলোনিয়া রাজনগর পিআর বাড়ি থানাধীন সংলগ্ন এলাকা থেকে গাঁজা বোঝাই গাড়ি সহ গাড়ি চালককে আটক করে পুলিশ।

জানা যায় , রাজনগর পিআর বাড়ি থানার পুলিশ রুটিন মাফিক যানবাহন চেকিং করার সময় ট্রাক্ট ০৭ক্ক ০৩৬৬ এই নম্বরের ইকো গাড়ির চালক সহ গাড়িতে থাকা আরেক জন যাত্রী পুলিশ দেখে গাড়ি ঘুরিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। এতে সন্দেহ হয় পুলিশের। পুলিশ ছুটে গিয়ে ইকো গাড়ির চালককে আটক করতে সক্ষম হলেও গাড়িতে থাকা অন্য জনকে আটক করতে পারেনি।

পুলিশ ছুটে যাওয়ার আগেই গাড়ির দরজা খুলে পালিয়ে যায়। রাজনগর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের দাবিতে ছাত্র ছাত্রীদের পাশে দাঁড়াল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের দাবিতে ছাত্র ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ালো অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। গত কয়েকদিন ধরে অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন কলেজ পড়ুয়ারা। গত বুধবার ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্র ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছিল।

তাদের দাবি সংশ্লিষ্ট দফতরের পক্ষ থেকে পরীক্ষার সিলেবাস কমিয়ে দেওয়া হলেও অফলাইনে পরীক্ষা দিতে নারাজ ছাত্র-ছাত্রীরা। শুক্রবার একই দাবিতে ছাত্র ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ালো অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার প্রশ্নে অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে তারা। ইউজিসি গাইডলাইন অনুযায়ী চলতি মাসের মধ্যেই পরীক্ষা সম্পন্ন করার দাবি করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। তা নাহলে রাজ্যের পড়ুয়ারা স্নাতকোত্তর পড়ার সুযোগ পাবে না। উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও ছাত্র-ছাত্রীদের অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই দাবি করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। যদিও ইতিমধ্যেই রাজ্যের সাধারণ ডিগ্রী কলেজ গুলোতে পঠন-পাঠন শুরু হয়ে গেছে।

উল্লেখ্য ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থগিত করার বিজ্ঞপ্তি জারি করতেই আন্দোলনে নামে পড়ুয়ারা। পরীক্ষা স্থগিত হওয়ায় তারা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পরবে। উন্নত পড়াশুনার ক্ষেত্রে সমস্যায় পরবে তারা। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার কথা জানিয়েছিল আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা। শুক্রবার, আগরতলার শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় এবিভিপি। তারা সেপ্টেম্বরে ঘোষিত সময়সূচী অনুযায়ী পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

বিশেষ করে কলেজের শিক্ষার্থীরা চরম সমস্যায় রয়েছে। কারণ সেপ্টেম্বরে তাদের পরীক্ষা শেষ না হলে তারা আরো সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যাক্ত করেছে তারা। কারণ, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ, বিশেষ করে এমটেক স্নাতকোত্তর এবং অন্যান্য কোর্সে ভর্তির সময়সীমা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। অন লাইনে বা অফ লাইনে সেই সময়ের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৭ ■ সংখ্যা ৩১৫ ■ ৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং ■ ১৮ ভাদ্র ■ শনিবার ■ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

উত্তরণের পথ খোঁজা

রাজ্যে করোণা পরিস্থিতি আরো কিছুটা উন্নতি হইয়াছে। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া সরকার ও প্রশাসন রাত্রিকালীন কারফিউ আরোএক মাস বহাল রাখিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। সেপ্টেম্বর হইতে রাত্রিকালীন কারফিউ আরো কিছুটা পিছাইয়া রাত ১০ টা হইতে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত করা হইয়াছে। তাহাতে জনজীবনে কিছুটা হইলেও স্বস্তি ফিরিয়া আসিবে।তদুপরি মহামারী বোধহয় আরও কিছুকাল থাকিয়া যাইবে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর চাপ বাড়িবে। সংক্রামিত হইবে মানুষ। প্রাণহানি ঘটিবে। বিপর্যস্ত হইবে বহু পরিবার। রুখিয়া দেওয়ার একমাত্র উপায় টিকাকরণ। তবে এর মধ্যেই ফের চালু হইতে পারে বন্ধ হইয়া যাওয়া ব্যবসা বাণিজ্য। পুনরুদ্ধার হইয়া যাইতে পারে নষ্ট হইয়া যাওয়া আত্মবিশ্বাস। যে অর্থনীতিটা নুইয়া পড়িয়াছিল সেটা বৃদ্ধির পথে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে।

মর্যাদার সঙ্গে বাঁচিয়া থাকাটাই জীবন।। এই আর্থ-সামাজিক দিকটাকে সামনে রাখিলে দেখা যায় যে শিক্ষায় ঘাটতিটা আরও ভয়াবহ রকমের। ১৬ মাস যাবৎ বেশিরভাগ রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো বন্ধই রহিয়াছে। এই পর্বে আমরা অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, অটোমেটিক প্রোমোশন, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য পরীক্ষা ছাড়াই পাশের ক্ষেত্রে গ্রেড প্রদান প্রভৃতির সাক্ষী রইয়া গেলাম।

সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবেএকটি গড়পড়তা ভারতীয় শিশু শিক্ষায় ঘাটতি দিয়াই তাহার জীবন শুরু করে। ১৬ মাস কিংবা তারও বেশি সময় যদি সেই শিশুটির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক না-থাকে, তাহা হইলে ওই শিশু শিক্ষার্থী পিছাইয়া যাইতে বাধ্য। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলো পাশে দাঁড়াইয়াছে। জাতি হিসাবে আমাদের ছেলেমেয়েদের ব্যর্থতার দিকে ঠেলিয়া দিয়াছি আমরা।এই বিপর্যয় কাটাইয়া ওঠিবার কোনও উপায় সন্ধানও করিনি আমরা।স্কুলগুলো শিগগির খুলিতেই হইবে। স্কুল খলিফা আগেই শিশুদের অবশ্যই ভ্যাকসিন দিতে হইবে। অর্থনীতি, শিক্ষা, সামাজিক যোগাযোগ অথবা উৎসব প্রভৃতি প্রতিটা ব্যাপারে যে সমস্যা রহিয়াছে তাহা হইতে বাহির হইয়া আসার একমাত্র উপায় হইলটিকাকরণ। সমস্ত ভারতবাসীর টিকাকরণ যতক্ষণ না সম্ভব হইতেছে ততক্ষণ আমরা 'স্টার্ট-স্টপ মোডে' রহিয়া যাইব।ফলে আমরা কোনওভাবে এগোতে পারিব না।

পরিতাপের বিষয় এই যে, টিকাকরণ অভিযান শুধু নির্ঘণ্টের দিক থেকে পিছাইয়া নাই, এর মধ্যে সমতার অভাবটাও প্রকট। প্রখ্যাত পণ্ডিত, শিক্ষক এবং উদ্বিগ্ন নাগরিক মিলিয়া পাঁচ শতাধিক ব্যক্তি ১৭ মে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে এই টিকাকরণে বৈষম্যের কথাগুলো তুলিয়া ধরিয়াছেন। ধনী রাজ্য আর গরিব রাজ্যের ক্ষেত্রেও বৈষম্যটা মারাত্মক। সরকারের ভূমিকার বিচার অবশ্যই করিতে হইবে। আমরা কী পেলাম তাহার নিরিখে: সংক্রমণ কি সরকার রোধ করিতে পারিয়াছে? কমাইতে পারিয়াছে কি মৃতের সংখ্যা? আগামী ডিসেম্বরের ভিতরে সমস্ত পূর্ণবয়স্ক নাগরিকের টিকাকরণ সম্পূর্ণ করিবে বলিয়া সরকার নিজেই ঘোষণা করিয়াছে। এই লক্ষ্যপূরণে কতটা অগ্রসর হইয়াছে সরকার? তাহা বিবেচনা করিয়া আগামী দিনের ভবিষ্যৎ স্থির করিতে হইবে।

ভুয়ো' নথি দেখিয়ে মিলত ওষুধ দোকানের লাইসেন্স, পুলিশের জালে ৪ প্রতারক

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভুয়ো নথি দেখিয়েই মিলছিল ওষুধের দোকানের লাইসেন্স তৈরির প্রতিশ্রুতি। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। আর তারপরই বারাসত থেকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হল চারজনকে।

ওষুধের দোকান লাইসেন্স পেতে গেলে কিছু শর্ত রয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলে এই লাইসেন্স কারও পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, সঠিক ব্যবহারে ওষুধই কোনও রোগীকে নবজীবন দিতে পারে। আবার ভুল ব্যবহারে সেই ওষুধই হয়ে উঠতে পারে প্রাণহানির কারণ। সম্প্রতি বারাসত থানার পুলিশ খবর পায়, বেশ কয়েকজন যুবক ভুয়ো নথি দেখিয়ে ওষুধের দোকানের লাইসেন্স করিয়ে দেওয়ার নামে আর্থিক প্রতারণা করছে। এই তথ্য হাতে আসার পরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বারাসতে হানা দেয় পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকা থেকে হাতেনাতে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়।

ধৃতরা এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃতরা প্রাথমিকভাবে পুলিশের নজর এড়াতেই ভিন জেলায় আশ্রয় নিয়ে প্রতারণা চক্র চালাচ্ছিল। ধৃতদের কাছ থেকে কিছু ভুয়ো নথিপত্রও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে বলেই অনুমান পুলিশের। কারা প্রতারণা চক্রে জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভুয়ো নথির বিনিময়ে কাউকে আদৌ ওষুধের দোকানের লাইসেন্স পাইয়ে দিয়েছিল কিনা ধৃতরা, সে বিষয়টিও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ভুয়ো নথি দেখিয়ে ওষুধের দোকানের লাইসেন্স তৈরি করে দেওয়ার মতো কাজ যথেষ্ট গুরুতর অপরাধ বলেই মনে করছেন সকলে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কলকাতায় বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাসে বিক্ষোভে বাম ছাত্র সংগঠন আইসা

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শুক্রবার বিশ্বভারতীর মিন্টো পার্ক সংলগ্ন দফতরের সামনে দিনভর বিক্ষোভ দেখায় পড়ুয়ারা। বিভিন্ন পোস্টার নিয়ে ফটকের সামনে ফুটপাথে হয় এই জমায়েত। পরে তাঁদের দু'জন ভিতরে গিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন।

বিক্ষোভকারীরা জানায়, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ দুর্ভাগ্যজনক। ওই আইনি নির্দেশের পরেও এদিন অবস্থান বিক্ষোভ থেকে সরেন নি। এআইডিএসও-র রাজ্য সভাপতি সামসুল এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মিজানুর রহমান 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানান, "আজ ১২ টি বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের যৌথ আহ্বানে কলকাতার মিন্টো পার্ক থেকে কলকাতায় এ জে সি বোস রোডে অবস্থিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত হয়। মূল কারণ ছিল সাম্প্রতিক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের দাবি, অবিলম্বে বহিস্কৃত তিন ছাত্রের উপর থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী অপসারণ এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি প্রভৃতি। শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এই কর্মসূচিতে অংশ নেন।

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী একের পর এক ছাত্র স্বার্থ এবং শিক্ষা স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নের এবং বহু পরিশ্রমে গড়ে তোলা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে কার্যত ধ্বংস করে বিজেপি এবং আরএসএস-এর মতাদর্শকে ছাত্র-শিক্ষকদের উপরে চাপিয়ে দিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংবাদমাধ্যমের সামনে কোন কিছু বলার আগে কর্তৃপক্ষের থেকে অনুমতি নিতে হবে এরকমও ঘোষণা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ছাত্র স্বার্থে শিক্ষার সাথে মুখ খোলার জন্য তিন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয় যা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করছে। ফলে আমরা এই যৌথ ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে জানাতে চাই যে অবিলম্বে যদি ৩ বহিস্কৃত ছাত্রের উপর থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা না হয় তাহলে আগামী দিনে এই ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন সাধারণ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে আরও শক্তিশালী ভাবে গড়ে তোলা হবে।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দীনবন্ধু সি এফ এণ্ডরুজ ও সমকালীন ভারতে অস্পৃশ্যতা

ড. বিমলকুমার শীট

যেকয়েকজন বিদেশি ভারতকে সত্যিকারে ভালোবেসে ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সি এফ এণ্ডরুজ। ১৯০৪ সালে তিনি ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসেন এবং আমৃত্যু ভারতবাসীর সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। বিশেষ করে সমাজসেবা, ভারতের মুক্তি আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন ও অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতির ক্ষেত্রে। ভারতের দুই মহান সন্তান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গান্ধীজির দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার গুরুদেব, আর গান্ধীজি হলেন "মোহন" আর তিনি হলেন গান্ধীজির প্রাণের চার্লি। তাদের প্রভাবে এণ্ডরুজ সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের বহু লোকের বন্ধুত্ব লাভ ও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পেরেছিলেন।

ভারতবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু এবং খ্রীস্টের পরম নিষ্ঠাবান সেবক এণ্ডরুজ ভারতবর্ষকে বলতেন তার দ্বিতীয় জন্মভূমি। দীনবন্ধু এণ্ডরুজ তার আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন "সেইদিন রাত্রে শয্যা গ্রহণের আগে একটি বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চয় করলাম। কবি যদি অনুমতি দেন তাহলে তার শান্তিনিকেতনের এই বিচিত্র মহাদেশ নিবিড় ভাবে আমার কাছে ধরা দেবেত্তত্ত তখন আমি মিশনের কর্তব্য থেকে মুক্তি হইনি। কিন্তু মনে আশা রইল দক্ষিণ আফ্রিকায় সংকটময় দিনগুলির বেদনা এই আশার আনন্দে লাঘব হল'। ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা অন্তরের যোগ তিনি অনুভব করেছিলেন। অস্পৃশ্যতার যোগ এদেশের নারীর সঙ্গে। এণ্ডরুজ এদেশে এসে বুঝতে পেরেছিলেন অস্পৃশ্যতা সমাজ থেকে দূর করতে না পারলে জাতীয় স্বাধীনতা ভারতীয়দের কাছে অধরা থেকে যাবে। তিনি জাতিভেদ প্রথা এবং ধর্মের গোঁড়ামির বরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম জারি রেখেছিলেন। ইংরেজরা জাতি হিসাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করত আর ভারতীয়দের হীনজ্ঞান করত। এণ্ডরুজ একজন ইংরেজ হয়েও ছিলেন ব্যতিক্রমী। ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য এণ্ডরুজ বেশি দুঃখ বোধ করতেন। এই ভেদবুদ্ধি দূর করার জন্য তিনি নানা ধরনের আন্দোলন করেছিলেন। গান্ধীজি দেশকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে অস্পৃশ্যতা দূর করা, সত্রীলোকেদের উপযুক্ত সম্মান দান, মদ্যপান থেকে বিরত থাকা, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য এবং স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হওয়ার কর্মসুচি গ্রহণ করলে এণ্ডরুজ মনেপ্রাণে এতে আত্মোৎসর্গ করেন।

এণ্ডরুজ বলেছিলেন, "যেহেতু আমি একজন খ্রিস্টান সেই জন্যই আমি উপলব্ধি করেছি যে ধর্মনীতির প্রয়োজনেই ভারতের পূর্ণ এবং সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা প্রয়োজন। কিন্তু সে স্বাধীনতা কখনই আসবে না যদি না লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত অস্পৃশ্যদের মুক্তিলাভ হয়। ভারতবর্ষ কোনওদিনই আপনাদের সেই সাধের ভারতবর্ষ বা আমার সেই স্বপ্নের ভারতবর্ষ হবে না যদি ভারতের নিপীড়িত বঞ্চিত জাতি স্বরাজ না পায়। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভের অনুপ্রেরণাতেই এণ্ডরুজ শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক রূপে কাজে যোগদান করেন। এই সময়ে তিনি কার্যত শান্তিনিকেতনে কবির, প্রতিনিধি শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সর্বদা বলিষ্ঠ ও উন্নত মনোভাব গড়ে তুলতে এণ্ডরুজ অনুপ্রেরণা দান করতেন। ছাত্রদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে জাতিভেদ নীতি ও প্রাদেশিকতার ভাব প্রকাশ পেত। বিশেষত পাকশালাতে এবং আহারের বিষয়ে বেশি দেখা যেত। এই ভেদনীতি দূর করার জন্য এণ্ডরুজ সব সময় তৎপর থাকতেন। প্রথম দিকে এই কাজে তাকে যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এণ্ডরুজের নিয়মিত পত্রালাভ হত শান্তিনিকেতনের প্রতিদিনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে। এণ্ডরুজ কবিকে মহাউৎসাহে লিখেছেন যে ডিসেম্বর, এর ঠিক চারমাস পূর্বে আগস্ট মাসের গোড়ায় এণ্ডরুজ কবিকে আশ্রমের রন্ধনশালী ও ভোজনাগার সম্বন্ধে যে পত্র দেন তা তেকে জানতে পারা যায় যে গুজরাটি ছাত্রদের জন্য পৃথক ভোজনাগারে ছাত্ররা তাদের "জাত? রক্ষা করে পৃথক পৃথক দলে বসছে, সে ঘরে এণ্ডরুজের প্রবেশাধিকার নেই এবং তারা এণ্ডরুজের সঙ্গে খেতে বসতে রাজি নয়। তবে তিনি আশাবাদী এবং আশা করেন এসব বাধা দূর হবে। তিনি লিখেছেন, "আমাদের মহা মুশকিলে পড়তে হয়েছিল। কিছু কিছু অভিভাবক এসে এখানকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তাদের ছেলেমেয়েদের জাতিভেদ মেনে পৃথক পৃথক পংক্তিতে বসার নির্দেশে দিয়েছিলেন। পাচকদের নির্দেশ উপদেশ দিতেন।" এইসব অভিভাবকরা তাদের সংকীর্ণ মনোভাব দূর করতে না পেরে নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের শান্তিনিকেতনের আশ্রম থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তার ফলে দীনবন্ধু এণ্ডরুজের পক্ষে পরবতীকালে ছাত্রদের মন থেকে ভেদনীতি দূর করার কাজ সহজ হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে তার সহৃদয় ও আন্তরিক চেষ্টায় ছাত্রদেরম মনের ভেদবুদ্ধি দূর হয়েছিল। রোমাঁ রোলাঁ এণ্ডরুজ সম্পর্কে লিখেছেন, এণ্ডরুজ আমাদের সঙ্গে দিনটা কাটালেন। তিনি এসেছেন জেনেভার এক ধর্মীয় কংগ্রেস থেকে এবং ফিরেছেন ইংল্যান্ডে। ত্তত্ত সমস্ত পীড়িতদের পক্ষ সমর্থন ও প্রেমের জয় দেশ দেশান্তরে তিনি এক অনন্ত অভিযাত্রী। তিনি তিরিশ লক্ষ অস্পৃশ্যের এক গোষ্ঠীর কথা বললেন, গোষ্ঠীটির নাম "থিয়া" নারায়ণস্বামী নামে এক বিখ্যাত গুরুকে ঘিরে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। এই নারায়ণস্বামী রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে বড় (এবং সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাকে দেখতে গিয়েছিলেন), তিনি বছর কুড়ি ধরে এক উচ্চমার্গের পবিত্র ধর্ম প্রচার করছেন।" পরিয়াদের পক্ষে নিষিদ্ধ পথে ও মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভের জন্যে অহিংসা আন্দোলনে ত্রিবাঙ্কুরের থিয়াদের সঙ্গে এণ্ডরুজ এক বছরেরও বেশি অংশ নিয়েছিলেন। থিয়ারা চারমাস ধরে সমস্ত সময় এবং কখনো কখনো বানে ভাসা নদীর জানি, আপনি ভারতীয়দের জন্য প্রাণ দিতে পারেন? তারপরে এণ্ডরুজ আরও কঠোর সাধনা শুরু করেছিলেন ভারতীয়দের মন থেকে বর্ণবিদ্বেষ দূর করার জন্য। গান্ধীজিকে ডারবানে গীর্জায় এণ্ডরুজের বক্তৃতা শুনতে দেওয়া হয়নি কারণ তিনি কৃষ্ণকায় এশিয়াবাসী। এই ঘটনায় এণ্ডরুজ যরপরনাই দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন। এণ্ডরুজের ভারতশ্রীতি সুখের ছিল না। গিয়ে এণ্ডরুজকে অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। একবার নাইরোবি থেকে উগান্ডা যাচ্চিলেন এণ্ডরুজ। ট্রেনের শ্বেতাঙ্গ। বিদ্রুপ করতে করতে তারা এণ্ডরুজের দাড়ি ধরে টেনে ছিলেন এবং নানা কটুক্তি করেছিল। ট্রেন থেকে টেনে তাকে পাড়ে, কোমর জলে হাতজোড় করে, আবেদন জানিয়ে, ছয় ঘন্টা পালা করে চৌমাথাগুলোয় হাড় গুঁড়িয়ে গেছে এবং অবশেষে তারা জয়লাভ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও এণ্ডরুজ বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন সেখানে ভারতীয়দের মধ্যেও বর্ণবিদ্বেষের বিষময় প্রভাব বর্তমান। ঘৃণার চোখে দেখত, ভারতীয়রাও ততোধিত কৃষ্ণবর্ষ অধিবাসীদের। একদিন একটি সভায় ভারতয়দের মুক্তি সংগ্রামের বিষয় বক্তৃতা দিয়ে এণ্ডরুজ বাড়ি ফিরছিলেন। তখন রোমাঁ রোলী এণ্ডরুজ সম্পর্কে লিকেচেন, "এণ্ডরুজ আমাদের সঙ্গে দিনটা কাটালেন। একদল জুলু তাকে অনেকটা পথ অনুসরণ করে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমরা জানি আপনি ভারতীয়দের জন্য প্রাণ দিতে পারেন? তারপরে এণ্ডরুজ আরও কঠোর সাধনা শুরু করেছিলেন ভারতীয়দের মন থেকে বর্ণবিদ্বেষ দূর করার জন্য। গান্ধীজিকে ডারবানে গীর্জায় এণ্ডরুজ বক্তৃতা শুনতে দ্যেয়া হয়নি কারণ তিনি কৃষ্ণকায় এশিয়াবাসী এই ঘটনায় এণ্ডরুজ যরপরনাই দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন।

> এণ্ডরুজ ছিলেন প্রকৃত দুর্গতের উদ্ধারকর্তা ও দুঃখীর সহায়। খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষে, বিহারে চম্পারনে নীলকর পীড়িত প্রজাদের ও উত্তরবঙ্গের বন্যায় জনসাধারণের কাছে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওড়িশায় খরা ও ১৯২৫ সালের পুরী জেলায় প্রবল বন্যা হলে দীনবন্ধু এণ্ডরুজ সেখানে ছুটে গেছেন দুর্গত মানুষের সেবায়। গোপবন্ধু দাসের সঙ্গে তিনি পরীর বন্যা দুর্গত অঞ্চলে গিয়ে দেখেন তাদের ঘরে কিছুই নেই। তা দেখে এণ্ডরুজের চোখে জল চলে এলে।

এণ্ডরুজের ভারতপ্রীতি সুখের ছিলনা। আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের সাহায্য করতেগিয়ে এণ্ডরুজকে অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতেহয়েছিল। একবার নাইরোবি থেকে উগাত্তা মাচ্ছিলেন এণ্ডরুজ। ট্রেনের কামরায় তাঁর সহযাত্রী ছিলেন কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ বিদ্রুপ করতে করতে তারা এণ্ডরুজের দাড়ি ধরে টেনে ছিলেন এবং নানা কটুক্তি করেছিল ট্রেন থেকে টেনে তাঁকে বাইরে বার করে দেবার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলেন। অন্য একদিন উগান্ডা থেকে ফেরার সময় জাহাজে এণ্ডরুজের সঙ্গে এক শিখ পরিবারের আলাপ হয়েছিল। তিনি শিখ দম্পতির সঙ্গে কথা বলেছিলেন আর শিশুটিকে সস্নেহে আদর করেছিলেন। জাহাজের শ্বেতাঙ্গ যাত্রীরা অনেকক্ষণ ধরে তার সেই "বিসদৃশ" আচরণ লক্ষ্য করছিল। তাদের একজন আর ধৈর্য রাখতে না পেরে ছুটে এসে অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে এণ্ডরুজকে বলেছিলেন, জান, তোমার কোলে এই কালো বাচ্চাটিকে দেখে তোমাকে খুন করার কথা আমার মনে হয়েছিল। আমার ইচ্ছা হচ্ছে তোমার গলার চাদর ধরে টেনে তোমাকে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দিই। ইংরেজ হলেও তিনি ভারতীয় রীরিতে গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন। তাই এটা একটা কেলেঙ্কারি ব্যাপার হল। দক্ষিণ আফ্রিকার খবরের কাগজে শিরোনাম হল, "এক কৃষ্ণাঙ্গের পা মুছিয়ে দেবার জন্যে ভারতবর্ষ থেকে এক শ্বেতাঙ্গের আগমন।" এরপর এণ্ডরুজের মুখের ওপর সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ফিজিতে নিপীড়িত ভারতীয়দের পক্ষে এণ্ডরুজ আন্দোলন ত্ত করেছিলেন। অনুকূলে জনমত সংগঠিত করেছিলেন। ১৯১৭ সালে ফিজিবাসী ভারতীয়রা এণ্ডরুজকে 'দীনবন্ধু' আখ্যা দিয়ে তাদের ছার দুর নারদ সির। এণ্ডরুজ ছিলেন প্রকৃত দুর্গতের উদ্ধারকর্তা ও দুঃখীর সহায়। খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষে, ও উত্তরবঙ্গের বন্যায় জনসাধারণের কাছে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওড়িশায় খরা ও ১৯২৫ সালের পুরী জেলায় প্রবল বন্যা হলে দীনবন্ধু এণ্ডরুজ সেখানে ছুটে গেছে দুর্গত মানুষের সেবায়। গোপবন্ধু দাসের সঙ্গে তিনি পুরীর বন্যা দুর্গত অঞ্চলে গিয়ে দেখেন তাদের ঘরে কিছুই নেই। তা দেখে এণ্ডরুজের চোখে জল চলে এল। সেখান থেকে তিনি আরও কয়েকটি গ্রামে যান কিন্তু সেখান থেকে পুরী ফিরে আসতে না পেরে পুর গ্রামে এক গোয়াল ঘরে রাত কাটান। ৮ অক্টোবর তিনি সত্যবাদী স্কুলে থাকাকালীন গান্ধীজিকে এক হৃদয় বিদারক চিঠি লেখেন। পুরীর বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত সামান্য পরিমাণ তগাবী ঋণ ভিন্ন গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে সাহায্য দেওয়া হয় নাই। লোকে অননকষ্টে পড়িয়া খাটিয়া খাইতে কোন কোন জায়গায় কয়েক মাসের জন্য গভর্ণমেন্ট টেস্ট ওয়ার্ক খোলেন, কিন্তু যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কতগুলি গ্রাম জনশূন্য হইয়াছে। পত্রিকাটি সে কারণে জানায়।

নীলগিরির দেশীয় রাজ্যের প্রজারা অবৈধ "আবওয়াব" আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে এণ্ডরুজ তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রজাদের স্বার্থ গভর্নর ও ওভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ১৯৩২ সালে ওড়িশার হরিজন দিবস পালন করা হয়। ওই বৎসর ৪ সেপ্টেম্বর এণ্ডরুজের সভাপতিত্বে কটাকে এক মিটিং হয়। ওই মিটিংয়ে হরিজনদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা দাবি করা হয়। মৃত্যু শয্যায় শুয়েও তিনি গান্ধীজিকে আবেগ ভরে বলেছিলেন, "মোহন ভারতের স্বাধীনতা ওই আসছে। তুমি দেখ মোহন, ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আসবেই।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

লকডাউনের কেমন আছেন গৃহশিক্ষকেরা ?

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

শিক্ষক শ্রেণির জন্য বামপন্থীদের আন্দোল সবার জানা। শুনেছিলাম বিগত শতকের সত্তরের দশকের শেষদিকে ঠাকুরদাদার বেতন ছিল মোটে সত্তর টাকা। নুন আনতে অনেকেই শিক্ষককতার পেশা গ্রহণ করার কথা মাথায়ও আনেননি হয়তোবা খানিকটা এই কারণেই। বরং শিক্ষকতা মেয়েদের নিরাপত্তার পেশা বলে ছাপ মেরে দিয়েছিলেন। তখনও ভাবনাটা ঘরের কর্তা রোজগার করবেন, গিন্নিগণ পান চিবাইবেন এই স্তরে ছিলেন বলেই মনে হয়। পরে আশির দশক নবৃইয়ের দশকে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন এর সুবিধাবাদের আগমন অনেকেই দেখেছেন। সঙ্গে আরও একটি জিনিস লুকিয়ে লুকিয়ে জেনে নিয়েছেন। শিক্ষক হতে গেলে শুধু কিছ ডিগ্রি থাকাটাই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে পকেটে কিছু ক্যাশ রাখাটাও সাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ই দিয়ে দেয়। তবু সেই সাবেক আমলে খানিকটা লুকোচুরির একটা আয়োজন ছিল। কিন্তু আজ শুভেন্দু অধিকারী এবং তাদের তাবেদারদের কল্যাণে বিষয়টিতে আর লুকোছাপা বলে কিছুই রইল না। ফলে যেটা ঘটল তা হল গরিব মানুষের ছেলেমেয়েরা যারা অনেকটা কষ্ট করে খেটেখুটে লেখাপড়া করে বেশ খানিকটা ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন তাদের কপালে জুটল ফক্কা। যথারীতি তাদের জন্য রইল গৃহশিক্ষকতার চাকরি। চাকরি শব্দটি বলা হল এই কারণেই যে সাধারণভাবে এদের মাথায় একজন করে বেতনভূক শিক্ষক থেকে থাকেন। যিনি নিজের বেতনটি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে গৃহশিক্ষকদের নিয়োগকর্তা হিসেবে খানিকটা প্রণামী ও গ্রহণ করে থাকেন। আর বছর দেড়েকের লকডাউনে এই গৃহশিক্ষকদের একটা দিনও কিন্তু বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ মেলে নি। কারণ অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকগণের কিন্তু এই অনলাইন লেখাপড়ার বিষয়টা আয়ত্বি করাতে করাতেই অনেকটা সময় চলে গেল। লকডাউনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক পরীক্ষা দিয়ে একশোয় নিরানব্বই পাওয়ার খেলায় মেতে উঠলেন। স্বীকৃতি পায় না। বাস্তবটা হচ্ছে কর্মসংস্থানের যতই পরিসংখ্যান যাই পাওয়া যাক না কেন, এই খেলায় যোগ দিলেন অভিভাবকগণও। নিম্নবিত্ত উচ্চবিত্ত সব স্তরের মানুষেরাই গৃহশিক্ষকদের ওপর নির্ভর করতেবাধ্য হয়ে পড়ল। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীরা খোলাবই গুগল আর গৃহশিক্ষক নির্ভর হয়ে লড়াইয়ে মেতে উঠতে বাধ্য গলেন

> আশির দশকত নব্বইয়ের দশকে শিক্ষকদের বেতন -ভাতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন এর সুবিধাবাদের আগমন অনেকেই দেখেছেন। সঙ্গে আরও একটি জিনিস লুকিয়ে লুকিয়ে জেনে নিয়েছেন। শিক্ষক হতে গেলে শুধু কিছু ডিগ্রি থাকাটাই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে পকেটে কিছু ক্যাশ রাখাটাও সাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ই দিয়ে দেয়।

গৃহশিক্ষকদের চাহিদাও বাড়তে শুরু করল। টির অন্য কর্মসংস্থান কমতে শুরু করলেও মধ্যবিত্ত গৃহশিক্ষকগণ। আর এ সকল গৃহশিকগণের মাথায় বসে বসে বেতনভুক শিক্ষকগণ এতে গৃহশিক্ষকগণের সামান্য আর্থিক লাভ হলেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই চলা কোথাও স্বীকৃত পায় না। বাস্তবটা হচ্ছে কর্মসংস্থানের যতই পরিসংখ্যান যাই পাওয়া যাক না কেন আজও নিম্নবিত্ত ঘরের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষকতাই অন্যতম পেশা এবং বহু ক্ষেত্রেই এনারা কর্মসংস্থানের তালিকার বাইরেই থেকে যান। মনে পড়ে যাচ্ছে মধ্য কলকাতার মা তারা হোটেলের মালিক বুলু মজুমদারের কথা-ত্ত প্রথম পর্বের লকডাউনে জনগণের রান্নাঘরের রান্নার আয়োজনটি হয়েছিল বুলুবাবুর হোটেলে। ওনার থেকেই শুনেছিলাম রীতা বসুরায় বা তাদের মতো গৃহশিক্ষকগণের কথা। বছর পঞ্চাশের রীতা বসুরায় টিউশনি করে খেতেন, পুরোনো দিনের পিইউ পাস রীতা ওয়ান থেকে ফাইপ সিক্স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়াতেন।

লকডাউনে সামাজিক দূরত্ববিধি মানতে গিয়ে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বাড়িতে বাইরের লোক প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা বসাল, রীতার বা তাদের মতো বহু গৃহশিক্ষকগণের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যায়। প্রথম দিকে রীতা বা তাদের মতো অনেকেই ভেবেছিলেন কয়েক দিন পরে লকডাউন উঠলেই সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। লাগাতার লকডাডনে ঘরের খাবার ফুরোতেই খাবারের স্লিপ হাতে পথে নেমেছিলেন রীতা বা তার মতো গৃহশিক্ষকগণ। বুলু মজুমদার বালেই যাচ্ছিলেন আমার ছেলেমেয়েদের ছোটবেলায় পড়াতেন কেড কেড। তখন কতবার বলেছি এবার একটা চাকরি বাকরির ব্যবস্থা করে নিন। শোনেননি। সমস্যা হল সরকারি বা বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা হতে যে পথে যাওয়া দরকার রীতার বা তাদের মতো গৃহশিক্ষকগণের জানাই ছিল না। কারো ঘরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবা, কারো ঘরে চিররুগ্ন মা, কারো ঘরে খান পাঁচেক দিদি কারোর ডিপ্রেশনে ভোগা দাদাত্তত্ত এদের চাপে পিষ্ট রীতা বা তাদের মতো গৃহশিক্ষকগণ কোনদিন স্বপ দেখতেই পারেন নি। এসব স্বপ্নহীন গৃহশিক্ষকগণের সরকারি স্বীকৃতির দাবি জানালাম। (সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারতে পাচারের সময় ৩১ টি পাসপোর্টসহ আটক ৩

মনির হোসেন,ঢাকা,০৩ সেপ্টেম্বর।। বাংলাদেশের যশোরের বেনাপোল দিয়ে ভারতে পাচারের সময় ৩১টি বাংলাদেশী পাসপোর্টসহ তিন পাচারকারীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। বৃহস্পতিবার বিকালে আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের সামনে থেকে তাদেরকে আটক করা হয়।

আটকরা হলো, শার্শা উপজেলার বাগআঁচড়ার বাগুড়ী গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে শাওন হোসেন জীবন(৩০), বাগআঁচড়া গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে আনিছুর রহমান(৪১) ও ঝিকরগাছা থানার শংকরপুর গ্রামের ফাজের আলীর ছেলে আব্দুস সায়েদ তুষার (৪১)।

বেনাপোল চেকপোস্ট আইসিপি ক্যাম্প কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আশরাফ হোসেন জানান, গোপন সংবাদে জানা যায় বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমান পাসপোর্ট নিয়ে একটি পাচারকারী চক্র ভারতে যাবে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে তার নেতৃত্বে একটি টহল দল চেকপোস্ট প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের সামনে অবস্থান নেন। বিকাল ৪টার দিকে তিনজন লোককে পিঠে ব্যাগ নিয়ে প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাদের উপর সন্দেহ হলে ক্যাম্পে নিয়ে তাদের ব্যাগ তল্লাশি করে শাওন হোসেন জীবনের ব্যাগ থেকে ৭টি, সায়েদ তুষারের ব্যাগ থেকে ১৩টি পাসপোর্ট এবং আনিছুর রহমানের ব্যাগ থেকে ১১টি পাসপোর্ট উদ্ধার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্ণেল মোঃ সেলিম রেজা জানান, আটকদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে বেনাপোল পোর্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরে ট্রলারসহ ১৩ ভারতীয় জেলে আটক

মনির হোসেন,ঢাকা,০৩ সেপ্টেম্বর।। বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ জলসীমায় অবৈধভাবে প্রবেশ করে মাছ শিকারের অপরাধে মা-বাবার আর্শিবাদ-১২ নামে একটি ফিশিং ট্রলারসহ ১৩ ভারতীয় জেলেকে আটক করেছে কোস্টগার্ড মোংলা পশ্চিম জোনের সদস্যরা।

শুক্রবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আটকদের মালামালসহ মোংলা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার (২ সেপ্টেম্বর) রাতে মোংলা বন্দরের ফেয়ারওয়ে বয়ার ৭৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ থেকে তাদের আটক করা হয়।

কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের মোংলার অপারেশন অফিসার লে. এম মামুনুর রহমান জানান, বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ জলসীমায় অবৈধ অনুপ্রবেশ করে একটি ভারতীয় ট্রলারকে মাছ ধরতে দেখে টহলরত কোস্টগার্ড সদস্যরা। পরে সেখান থেকে তাদের আটক করা হয়। তিনি আরও জানান, ট্রলারটিতে ১৩ জন ভারতীয় জেলে ছিলেন। তাদের বাড়ি ভারতের কলকাতায়। তবে এখনও তাদের নাম জানা যায়নি। মোংলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম জানান, মামলা দায়ের পূর্বক কোস্টগার্ড সদস্যরা জেলেদের থানায় হস্তান্তর করেছেন। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে যত দ্রুত সম্ভব তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

কোস্টগার্ড সূত্রে জানা যায়, চলতি (২০২১) মৌসুমে ৮ দফায় ১১টি ফিশিং ট্রলারসহ ১শ ২৮জন ভারতীয় জেলে নৌ-বাহিনী ও কোস্টগার্ডের হাতে আটক হয়েছে।

ভারত দর্শন ট্রেন চালু করছে রেল, এক সফরেই দেখা যাবে একাধিক জ্যোতির্লিঙ্গ

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রেলেই ভারত দর্শন !পর্যটকদের জন্য বিশেষ ট্রেন চালু করছে আইআরসিটিসি। ভারত দর্শন নামে এই বিশেষ ট্রেনের এক সফরের জন্য দুর্গাপুর থেকে ট্রেন ছাড়বে ৬ সেপ্টেম্বর। একাধিক জ্যোতির্লিঙ্গ এবং স্ট্যাচু অব ইউনিটি হয়ে সেটি ফিরবে ১৬ সেপ্টেম্বর। উজ্জয়িনী, ওঙ্কারেশ্বর, বডোদরা, সোমনাথ, দ্বারকা, নাগেশ্বর এবং কাশী বিশ্বনাথ এই সবক'টি জায়গা এক সফরেই দর্শন করার সুযোগ এনে দিল রেল।

সকাল ১১টায় দুর্গাপুর থেকে ছাড়বে ভারত দর্শন ট্রেন। দুর্গাপুর ছাড়াও এটি থামবে আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, জামতাড়া, মধুপুর, জসিডি, দুমকা, হাঁসডিহা, ভাগলপুর, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর, কিউল, পটনা, আরা, বক্সার এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশনে। ট্রেনের নন-এসি স্লিপারে যেতে হবে যাত্রীদের। রাত্রিযাপনের জন্য নন-এসি ঘরের ব্যবস্থা করা হবে। জায়গা সম্পর্কে তথ্য এবং পথনির্দেশের জন্য ট্যুর এসকর্ট থাকবেন। ১০ রাত, ১১দিনের এই প্যাকেজ ভ্রমণের জন্য টিকিটের দাম ধার্য করা হয়েছে প্রতি দিন মাথাপিছু ৯০০ টাকা।

এই সফরে যাত্রীদের অবশ্যই করোনা বিধি মেনে চলতে হবে। মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। তীর্থক্ষেত্র দর্শনের জন্য কোভিড টিকাকরণের শংসাপত্র জরুরি। তাই যাত্রীদের কাছে এই শংসাপত্র রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাতে কোনও রকম অসুবিধায় পড়তে না হয়।

সবিস্তার তথ্যের জন্য আইআরসিটিসি-র হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯০০২০৪০০৬৯/ ৯০০২০৪০১০৮-এ যোগাযোগ করতে হবে। এ ছাড়া সরাসরি আইআরসিটিসি-র জোনাল অফিস ০৩ কয়লাঘাট স্ট্রিট, কলকাতা-১, এই ঠিকানাতেও যোগাযোগ করা যেতে পারে। www.irctctourism.com থেকেও এ বিষয়ে বিশদে জানা যাবে।

নিয়ন্ত্রণের বাইরে করোনা, কেরলের একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা পরিস্থিতির বাড়বাড়ন্তে কেরলের একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ৬ সেপ্টেম্বর, সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। এদিন সেই পরীক্ষা স্থগিত করল সুপ্রিম কোর্ট।

বিচারপতি এ এম খানউইলকর, বিচারপতি হৃষিকেশ রায় এবং বিচারপতি সিটি রবিকুমারের বেঞ্চ জানিয়েছে, কেরলে করোনা সংক্রমণের হার কমার লক্ষণ নেই। প্রতিদিনই রাজ্যে ৩০ হাজারের বেশি সংক্রমণ ধরা পড়ছে। যা গোটা দেশের সামগ্রিক করোনা সংক্রমণের প্রায় ৭০ শতাংশ। আদালত বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছে, পরীক্ষার দিনক্ষণ চূড়ান্ত করার আগে কেরলের করোনা সংক্রমণের হিসেব কি মাথায় ছিল না সরকারের?

বিচারপতি হৃষিকেশ রায় বলেন, ''আমি কেরল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলাম। আমি জানি কেরলের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দেশে সেরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওখানে সংক্রমণে লাগাম পরানো যাচ্ছে না।''

বিচারপতিরা বলেন, যখন সংক্রমণ ক্রমেই বাড়ছে তখন ছোটদের স্কুলে পাঠিয়ে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার কোনও অর্থ হয় না। তাই এক সপ্তাহের জন্য একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা স্থগিত করার নির্দেশ।

এর আগে রাজ্য সরকারের পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করবে না বলে জানিয়েছিল কেরল হাই কোর্ট। হাই কোর্টের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়। সেই মামলার রায় দিতে গিয়ে এ কথা বলেন বিচারপতিরা।

দেশে করোনার ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে দক্ষিণের রাজ্য কেরল। গত ২৪ ঘণ্টায় সে রাজ্যে ৩২ হাজারের বেশি নতুন সংক্রমণের হদিশ পাওয়া গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শারীরিক ভাবে পড়ুয়ারা স্কুলে গেলে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। এই কারণেই এক সপ্তাহ পরীক্ষা স্থগিতের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষতিকর মোদী সরকার : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশে বেকারত্বের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি হচ্ছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের। এই বেকারত্বের হার বৃদ্ধি নিয়েই শুক্রবার নরেন্দ্র মোদী সরকারকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রাহুল টুইট করে লিখেছেন, কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষতিকর মোদী সরকার। শুক্রবার একটি মিডিয়া রিপোর্টের স্ক্রিন শর্ট টুইট করেন রাহুল গান্ধী, ওই মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, শুধুমাত্র আগস্ট মাসেই ১৫ লক্ষের বেশি মানুষ নিজেদের চাকরি হারিয়েছেন।

বেকারত্ব হ্যাশট্যাগ করে রাহুল টুইট করে লিখেছেন, 'মোদী সরকার কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষতিকর। তাঁরা কোনও ধরনের "মিত্রহীন" ব্যবসা অথবা কর্মসংস্থানের প্রচার ও সমর্থন করেন না, বরং যাদের চাকরি আছে তাঁদের থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। দেশবাসীর কাছে আত্মনির্ভরতার ভান আশা করা হচ্ছে।' হিন্দিতে রাহুল আরও লেখেন, 'জনস্বার্থে প্রচার।'

মাদক মামলা : হায়দরাবাদে ইডি-র দফতরে হাজিরা দিলেন রাকুল প্রীত

হায়দরাবাদ, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মাদক মামলায় হায়দরাবাদে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র দফতরে হাজিরা দিলেন অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং। মাদক মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থ তছরুপের ঘটনায় রাকুলকে সমন পাঠিয়েছিল ইডি, সেই সমনের প্রেক্ষিতে শুক্রবার সকালেই ইডি-র দফতরে আসেন রাকুল। ইডি সূত্রের খবর, মাদক মামলায় অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিংকে প্রশ্ন করা হয়েছে, রেকর্ড করা হয়েছে তাঁর বয়ান।

এর আগে মাদক মামলায় ১০ জনের বেশি টলিউড (তেলেগু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি) ব্যক্তিত্বকে সমন পাঠিয়েছিল ইডি। ইডি ইতিমধ্যেই তেলেগু ডিরেক্টর পুরী জগন্নাথ ও অভিনেত্রী চারমী কৌরকে জেরা করেছে। এবার জেরা করা হল রাকুল প্রীত সিংকে। ২০১৭ সালের জুলাই মাসে প্রকাশ্যে এসেছিল মাদক চক্র, মাদক পাচার সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের হয়েছে, এছাড়াও একজন মার্কিন নাগরিক-সহ ২০ জনেরও ব্যক্তিত্বকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পোষণ অভিযানের প্রচার গাড়ির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু কাছাড়ে

শিলচর (অসম), ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলায় পুষ্টিকর আহার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পোষণ অভিযান উদযাপন মাস পালন উপলক্ষ্যে আজ শুক্রবার একটি প্রচার গাড়ির যাত্রা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়েছে। পোষণ অন হুইল নামের প্রচার গাড়িটির যাত্রা শুক্রবার সকাল ৯ টায় শিলচরের জেলাশাসকের প্রাঙ্গণ থেকে যাত্রা শুরু করে। পতাকা নেড়ে এই প্রচার গাড়িটির যাত্রা শুরু করেন ডিডিসি রাজীব রায় এবং পুরসভার নির্বাহী আধিকারিক জেআর লালসিম।

এর পর প্রচার গাড়িটি শিলচর শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। কাছাড় জেলার চা-বাগানগুলিতে পুষ্টিকর আহার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এই প্রচার গাড়িটি আগামী পাঁচ দিন বিভিন্ন চা বাগানে পরিক্রমা করবে। জেলা সমাজ কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে চালুকৃত এই প্রচার গাড়িটিতে সন্তানসম্ভবা মা ও শিশুদের ওজন, উচ্চতা ইত্যাদি পরিমাপ করতে গ্রোথ মনিটরিং ব্যবস্থাও রয়েছে, জানিয়েছেন জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক শাশ্বতী সোম। প্রচার গাড়িটি এর পর করিমগঞ্জ জেলায় তিন দিন এবং হাইলাকান্দি জেলায় আরও তিন দিন সচেতনতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। উল্লেখ্য, জাতীয় পোষণ মাস উপলক্ষ্যে চলতি সেপ্টেম্বর মাসে পুষ্টিকর আহার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য সমাজ কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি মাসব্যাপী হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে জেলার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সংযুক্ত করা হয়েছে, জানা গেছে সরকারি সূত্রে।

করিমগঞ্জের চুড়াইবাড়িতে পুলিশের জালে গাঁজা সহ ত্রিপুরার যুবক

বাজারিছড়া (অসম), ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নৈশ বাসে করে গাঁজা পাচারের সময় এক যুবককে হাতেনাতে পাকড়াও করেছে করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানার অন্তর্গত চুড়াইবাড়ি ওয়াচপোস্টের পুলিশ। ধৃত যুবককে ত্রিপুরার খোয়াই জেলার কল্যাণপুর থানা এলাকার বাসিন্দা জনৈক অমিত দেববর্মা (৩১) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, আজ শুক্রবার সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে অসমের গুয়াহাটিগামী এমএল ০৫ কিউ ১১১৯ নম্বরের একটি নেটওয়ার্ক ট্রাভেলসের নৈশ বাস ত্রিপুরা আন্তঃ রাজ্য সীমান্ত পেরিয়ে অসমের চুড়াইবাড়ি পুলিশের নাকাচেকিঙে প্রবেশ করে। তখন ওয়াচপোস্টের ইনচার্জ মিন্টু শীলের নেতৃত্বে পুলিশ নাইট সুপারটিতে তল্লাশি চালালে সন্দেহভাজন এক উপজাতি যুবকের ব্যাগ থেকে প্রায় চার কেজি পরিমাণের গাঁজা উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত গাঁজাগুলির বাজার মুল্যজ প্রায় কুড়ি হাজার টাকার মতো হবে বলে জানা গেছে। বর্তমানে গাঁজা সহ ধৃত যুবকটি চুড়াইবাড়ি পুলিশের জিম্মায় রয়েছে।

করিমগঞ্জের বিনোদিনীতে নুরুল হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নেমে বহু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার নিলামবাজার পুলিশের

নিলামবাজার (অসম), ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার বিনোদিনীর নুরুল হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নেমে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে নিলামবাজার পুলিশ। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে গ্রেফতার মাতাব, সোনাহর ও সাইদুলের ঘর থেকে শুক্রবার পুলিশ অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করেছে ছয় রাউন্ড তাজা গুলি, হাতে তৈরি দুটি পিস্তল, একটি বন্দুক, সেনা-পোশাক, আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম, বিভিন্ন আকারের বেশ কয়েকটি ধারালো শাবল, বল্লম, ড্যাগার, ভোজালি ইত্যাদি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি তাদের ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে ৬০ বস্তা চাল। অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় নিলামবাজারের বৃহত্তর পূর্বাঞ্চল এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

নুরুল হত্যাকাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড তথা মূল অভিযুক্ত মহম্মদ আব্দুল্লার নেতৃত্বে খুনের নীলনকশা তৈরি করে ধৃত আসামিদের আর্থিক সহায়তা সহ তিন মাসের পর্যাপ্ত রেশনের যোগান স্থানীয় একটি কংগ্রেসি শিবির চাঁদা তুলে দিয়েছিল বলে অভিযোগ উঠছিল। আজকের পুলিশি অভিযানে তারও প্রমাণ প্রকাশ্য এসেছে বলে এক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছে। অস্ত্র উদ্ধারের সময় ধৃতদের ঘরে প্রায় ৬০ বস্তা চাল মজুত থাকার ঘটনাও প্রকাশ্যে এসেছে।

গতকাল, বৃহস্পতিবার প্রথম দফায় দুদিনের পুলিশ রিমান্ড শেষ হলে দ্বিতীয় দফায় ধৃত মাতাব, সোনাহর ও সাইদুলকে ফের দুদিনের রিমান্ডে নিয়ে মামলার তদন্তে নামেন তদন্তকারী অফিসার এসআই প্রকাশ ডেকা। খুনঘটিত মামলার মূল পাণ্ডা মহম্মদ আবদুল্লাহ পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বাঁচলেও, পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। মামলায় উল্লিখিত আসামি ছাড়াও আরও একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের দাবি।

শুক্রবার রিমান্ডের অধীন ধৃতদের জবানবন্দির ভিত্তিতে থানার ওসি কমলেশ সিংহের নেতৃত্বে মামলার তদন্তকারী অফিসার প্রকাশ ডেকা বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে অভিযানে নেমে বিনোদিনী (মুলিয়ালা) গ্রামে অবসিত আসামিদের বাড়িতে তালাশি চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও মারণাস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম ইত্যাদি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৯ আগস্ট দিনদুপুরে বিনোদিনীর বাসিন্দা পূর্ত বিভাগের ঠিকাদার নুরুল হকের ওপর ধারালো অসত্র দিয়ে দলবদ্ধভাবে হামলা চালিয়েছিল একদল দুষ্কৃতী। কিন্তু শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও প্রাণরক্ষা হয়নি নুরুলের। সন্ধ্যার দিকেই চিকিৎসকদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে নুরুল। এখন পর্যন্ত নিলামবাজার পুলিশ এই মামলায় এক মহিলা সহ ছয়জনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এই হত্যাকাণ্ডের মাস্টার মাইন্ড তথা মামলার মূল অভিযুক্ত মহম্মদ আবদুল্লাহ এখন পর্যন্ত ফেরার। এদিকে আবদুল্লাহকে গ্রেফতার করতে না পারায় পুলিশের ওপর ক্রমশ চাপ বাড়ছে।

দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ বৈঠক বাতিল

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত বকেয়া উপনির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের ওপর নানাভাবে চাপ বাড়াচ্ছিল তৃণমূল। রাজ্য বিজেপি এ ব্যাপারে যতই উদাসীনতা দেখাচ্ছিল, ততটাই ব্যস্ত হয়ে উঠছিল রাজ্যের শাসক দল। কিন্তু দিল্লিতে শুক্রবারের প্রস্তাবিত বৈঠক না হওয়ায় পুজোর আগে সেই ভোটগ্রহণে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিল। শুক্রবারই পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচন এবং উপনির্বাচন নিয়ে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ বৈঠকে বসার কথা ছিল। কিন্তু সেই বৈঠক বাতিল হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। কবে এই বৈঠক হবে সেটা এখনও জানানো হয়নি। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, ১৫ সেপ্টেম্বরের পর পশ্চিমবঙ্গের উপ নির্বাচন ঘোষণা করা হতে পারে। সম্ভবত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২০ অক্টোবরের পর। পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তখন উৎসবের মরশুম। এদিকে ১০ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্য সরকার এবং সিইও দফতরে পুজোর ছুটি থাকবে। ফলে জানা যাচ্ছে দুর্গা পুজো শেষ করে কোনও এক সময় উপনির্বাচন করে দিতে পারে নির্বাচন কমিশন। সেক্ষেত্রে লক্ষ্মী পুজোর পর এবং কালীপুজোর আগে উপনির্বাচন সেরে নেওয়া হবে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, যদি ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উপনির্বাচন ঘোষণা না হয় তাহলে পুজোর পরেই নির্বাচন হবে সেটা ধরে নেওয়া যায়।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাসের তদন্তে সিবিআই নামার পরই ভয় পেয়েছে তৃণমূল : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরই, অতি তৎপরতার সঙ্গে ভোট-পরবর্তী হিংসার তদন্ত করছে সিবিআই। গ্রেফতার করা হয়েছে কয়েকজনকে, দায়ের হয়েছে অনেক এফআইআর। এমতাবস্থায় তৃণমূলকে ফের খোঁচা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তৃণমূলকে খোঁচা দেন দিলীপ ঘোষ।

তিনি বলেন, ""ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাসের তদন্তে সিবিআই নামার পরই ভয় পেয়েছে তৃণমূল।"" দিলীপের আরও সংযোজন, 'কেউ বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে, কেউ বিজেপির লোকদের ডেকে টাকা ফেরত দিচ্ছে। তৃণমূলের যে গুন্ডারা হিংসা করেছেন তারা বাড়ি থেকে পালাচ্ছে।'

বিজেপি কর্মী খুনের মামলার তদন্তে শুক্রবারও নন্দীগ্রামে সিবিআই

নন্দীগ্রাম, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে সিবিআই। গত দুদিনের মত শুক্রবারও নন্দীগ্রামের চিল্লাগ্রামে যায় সিবিআইয়ের এক প্রতিনিধি দল। ৩ মে এই গ্রামের বাসিন্দা বিজেপি কর্মী দেবব্রত মাইতিকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ১৩ মে এসএসকেএম হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার তদন্ত করতে ফের শুক্রবায় চিল্লাগ্রামে যায় সিবিআই। সেখানে স্থানীয় উপ ডাকঘরে বসে কাজকর্ম করেন সিবিআই আধিকারিকরা। পাশাপাশি দেবব্রতর পরিবারের সদস্যদের সেখানে ডাকা হয়, তাদের সঙ্গেও কথা বলেন সিবিআই আধিকারিকরা। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগের তদন্তে গত মঙ্গলবার দেবব্রত মজুমদারের বাড়িতে যায় সিবিআইজ্জ। সূত্রের খবর, সিবিআই অভিযুক্তদের নাম জানতে চাইলে, দেবব্রত মাইতির পরিবার তা বলতে অস্বীকার করে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, পরিবারের তরফে বলা হয়, সিবিআই কয়েক দিন পর চলে যাবে। তারপর তাঁদের কী হবে? যাদের নাম বলা হবে, তারাই এসে আবার ক্ষতি করবে। পরিবার সূত্রে খবর, তখনই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের নিরাপত্তার অভাবের কথা জানিয়েছিলেন তাঁরা। এর পর বাড়ির সামনে পাহারা দিতে শুরু করে পুলিশ। মৃত বিজেপি কর্মীর বাড়ির সামনে পুলিশ মোতায়েন নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বাড়ির সামনে এখন পাহারা দিচ্ছে পুলিশ।

মুখ তুলল কুমোরটুলি, ১৭ প্রতিমা বিদেশে

কলকাতা,৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): গত বছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। একটা বছর পেরিয়ে গেলেও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। তারই মাঝে চরম সমস্যায় ছিল কুমোরটুলি। অবশেষে মুখ তুলে দাঁড়াল কুমোরটুলি। এবার কুমোরটুলির ১৭ প্রতিমা পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে।

করোনা আতঙ্কে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার জোগাড় সকলের। যদিও গত কয়েকদিন ধরেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা রয়েছে ১০০০- র নিচে। এরই মাঝে করোনা আবহে গত বছর থেকেই ধুঁকছে কুমোরটুলি। বায়না না থাকায় চরম সমস্যায় শিল্পীরা। এই পরিস্থিতির মাঝেই সুখের আল দেখাল কুমোরটুলি। শুক্রবার ১৭ টি দুর্গা প্রতিমা বিদেশে পাড়ি কুমোরটুলি থেকে। লন্ডন, নেদারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, সুইডেন সহ বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিচ্ছে কুমোরটুলির প্রতিমা।

শহরজুড়ে আতঙ্ক বাড়াচ্ছে মশা, চিন্তিত কলকাতা পৌর নিগম

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): করোনার প্রকোপে এমনিতেই ত্রস্ত শহরবাসী। এরইমধ্যে এবার নয়া আতঙ্ক মশা। তিলোত্তমায় হাজির এক নয়া প্রজাতির মশা। মশার চিন্তায় চিন্তিত কলকাতা পৌর নিগম। মহানগরে হদিশ মিলেছে মশার এক নতুন প্রজাতির। জানা গিয়েছে-যার নাম এডিস ভিট্টেটাস। কলকাতা পৌর নিগম সূত্রের খবর, নতুন প্রজাতির মশার হদিশ মিলেছে দক্ষিণ কলকাতা থেকে। ডেঙ্গি ও চিকুনগুনিয়া থেকে শুরু করে জিকা ভাইরাসের অন্যতম বাহক এই মশা।

শিক্ষক দিবসে করিমগঞ্জের নীলমণি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষিকাকে সম্মান, স্বজনপোষণের অভিযোগ

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি পরিচালিত সরকার মুখে স্বচ্ছতার বুলি আওড়ালেও, বাস্তবের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। শাসকদলের নেতাদের অঙ্গুলি হেলনে যোগ্যতাকে পিছনে ফেলে ইদানীং মুখ দেখে সরকারি বাছাই পর্বের ঘটনা ঘটছে করিমগঞ্জ জেলায়। কিছুদিন আগে জেলার শাসক দলের নেতাদের হস্তক্ষেপে জেলা ভিত্তিক পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগে বিস্তর দুর্নীতি সংগঠিত হয়েছিল। অনেক জল ঘোলার পর শেষপর্যন্ত গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের নির্দেশে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল হয়। এবার আরেক স্বজনপোষণ নীতির উদাহরণ প্রকাশ্যে এসেছে।

মহান শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে করিমগঞ্জ জেলা ভিত্তিক শিক্ষক দিবস উদযাপন কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে শহরের নীলমণি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অঙ্কের বিষয় শিক্ষিকা রুমা দাস পুরকায়স্থকে করিমগঞ্জ কলেজে অনুষ্ঠেয় এক অনুষ্ঠানে সম্মান জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে সরকারি নির্দেশও জারি হয়ে গিয়েছে। অত্যন্ত হাস্যকর ঘটনা এই, যে বিষয়ে পাঠদানে অবদানের জন্য সিলেকশন কমিটি বিষয় শিক্ষিকা রুমা দাস পুরকায়াস্থের নাম বাছাই করেছেন তাঁদের জানা প্রয়োজন ছিল বিগত প্রায় ১৫ বছরের অধিক সময় থেকে এই স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিকে অঙ্কের কোনও ছাত্রছাত্রী নেই। এই স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষায় অঙ্কের কোনও ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায়ও বসেনি। আশ্চর্যের বিষয়, দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ মাধ্যমিকে অঙ্কের ক্লাস না করেই রুমা দাস পুরকায়স্থ অঙ্কের বিষয় শিক্ষিকা হিসেবে সরকারি বেতন ভোগ করছেন।

বিগত দিনে করিমগঞ্জের স্কুল পরিদর্শকের কার্যালয় থেকে ডিরেক্টর অব সেকেন্ডারি এডুকেশন কার্যালয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। এবার একই অফিস থেকে তাঁকে শিক্ষক দিবসে সম্মান প্রদর্শন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি যে শেষ পর্যন্ত শিক্ষা বিভাগকেই কলুষিত করবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ধরনের অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে কারা রয়েছেন, তা প্রকাশ্যে আসা খুবই প্রয়োজন। নতুবা শিক্ষার আর কোনও মর্যাদা থাকবে না বলে শহর করিমগঞ্জের অনেক শিক্ষাপ্রেমী গুণীজনেরা মত ব্যক্ত করেছেন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সঙ্গীর নাক ডাকার সমস্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে ! জেনে নিন সমাধানের রাস্তা

নাক ডাকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিব্রতকর একটি সমস্যা। ঠাণ্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, শোওয়ার সমস্যাসহ নানান কারণে মানুষ ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে। ঘরোয়া কিছু উপায়ে নাক ডাকার সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তবে নাক ডাকা না কমলে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন অবশ্যই। কারণ অনেক সময় বড় ধরনের শারীরিক সমস্যার কারণেও মানুষ নাক ডাকতে পারে।কাত হয়ে শোওয়ার অভ্যাস করুন। কারণ চিত হয়ে শোওয়ার কারণে পেছনের অংশে চাপ পড়ে শ্বাসনালীর পেশি সংকুচিত হয়ে যায়। একটি বড় কোলবালিশ ব্যবহার করতে পারেন ঘুমানোর সময়। এতে পাশ ফিরে শুতে সুবিধা হবে।বেশি নিচু বালিশে ঘুমাবেন না। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিছানা থেকে ৪ ইঞ্চি উপরে মাথা রাখলে শ্বাস নিতে সুবিধা হয়। ফলে নাক ডাকার সমস্যা দূর হয়।ঘুমানোর আগে কয়েক ফোঁটা মেন্থল তেল নাকের আশেপাশে ম্যাসাজ করে নিন। নাক ডাকার সমস্যা থেকে রেহাই মিলবে।নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে ঘরে তৈরি একটি স্প্রে। আধা চা চামচ মোটা দানার লবণের সঙ্গে ১ কাপ জল মিশিয়ে স্প্রে বোতলে ভরে নিন। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে ২-৩ বার নাকের ফুটায় স্প্রে করুন। তবে ৪ অথবা ৫ রাতের বেশি একটানা এটি ব্যবহার করবেন না।অনেক সময় অ্যালার্জির কারণেও নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। ধুলাবালিজনিত অ্যালার্জি থেকে দূরে থাকতে নিয়মিত বিছানার চাদর ও বালিশের কভার বদলানোর অভ্যাস করুন।অতিরিক্ত ওজনের কারণে নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। নিয়মিত ব্যায়াম ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে কমিয়ে ফেলুন বাড়তি মেদ।এক গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপায়ীদের মধ্যে নাক ডাকার প্রবণতা বেশি দেখা যায়।তাই ধূমপানসহ সবধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্য ত্যাগ করুন।

মানসিক চাপ থেকে স্ফিত পেট

দীর্ঘদিন মানসিক চাপে ভুগলেও পেটের মেদ বাড়তে পারে। চল্লিশের পরে পেটের মেদ কমাতে করণীয় আমরা সবাই বিভিন্ন সময়ে কোনো না কোনো মানসিক চাপে ভুগে থাকি। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার পাশাপাশি নানা রকমের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায়, এর মধ্যে 'স্ট্রেস বেলি' বা পেট বেড়ে যাওয়া অন্যতম।

তল পেটের মেদ নানান স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ায়। এর মধ্যে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও কিডনির সমস্যা অন্যতম।

তাই মানসিক চাপ থেকে পেটে মেদ জমার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানানো হল স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

'স্ট্রেস বেলি' কোন শারীরিক সমস্যা নয়, এটা মানসিক চাপ ও চাপের হরমোনের ফলে ওজন বৃদ্ধি বিশেষত পেটের মেদ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

মানসিকচাপের কারণে কর্টিসোলের মাত্রা বৃদ্ধি পায় যা তলপেটের মেদ বাড়ায়। অ্যাড্রিনালিন গ্রন্থি থেকে হরমোন নিঃসরণ হয় এবং তা রক্তের শর্করার মাত্রা, বিপাক ও শরীরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে।

মানসিক চাপ বাড়ার ফলে কর্টিসোলের মাত্রা বেড়ে যায় যা আমাদের কষ্টকর পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সহায়তা করে। আর ধীরে ধীরে তা স্বাভাবিক করে ফেলে।

কর্টিসোলের মাত্রা বৃদ্ধি, স্থূলতা ও ওজন বৃদ্ধি

দীর্ঘায়িত মানসিক চাপ স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব রাখে। উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে শর্করা বৃদ্ধি ও মানসিক চাপ কর্টিসলের মাত্রা বাড়ায়। মানসিক চাপের কারণে কর্টিসোলের মাত্রা বৃদ্ধি তল পেটের স্থূলতা ও ওজন বাড়ায়। 'দা জার্নাল অব সাইকোসোমেটিক মেডিসিন'য়ে প্রকাশিত গবেষণা থেকে জানা যায়, যাদের কর্টিসোলের মাত্রা বেশি তাদের কম হরমোনের মানুষের তুলনায় কোমরের মাপ বড় হয়। তবে সকল স্থূলকায় ব্যক্তিই উচ্চ কর্টিসোলের সমস্যায় ভোগেন না, অনেকেই বংশগতি ও জীবনযাত্রার কারণের এই সমস্যায় ভুগে থাকেন।

'স্ট্রেস বেলি' কমানোর উপায়

সুষম খাবার খাওয়া: তাজা ফল, সবজি ও শষ্য-ধরনের খাবার খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করাকে সুষম খাবার বলে। এটা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে। ভিটামিন বি সমৃদ্ধ খাবার মানসিক চাপ কমাতে কার্যকর। ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ কমানো: উচ্চ ক্যালরি সমৃদ্ধ খাবার এড়িয়ে চলুন, এতে কোনো পুষ্টিমূল্য নেই। ফ্রুক্টোজ ও হাইড্রোজেনেইটেড ভেষজ তেল এড়িয়ে চলা উচিত। অ্যালকোহল গ্রহণ এড়িয়ে চলুন এতে ক্যালরির পরিমাণ বেশি।

শারীরিকভাবে কার্যকর থাকা: শুয়ে বসে দিন কাটানো ওজন বাড়ানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ায়। শারীরিকভাবে কার্যকর থাকা পেটের মেদ কমায়, মন ভালো রাখে এছাড়াও নানাভাবে শরীর সুস্থ রাখে। প্রত্যেককে সপ্তাহে অন্তত পাঁচদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট হালকা শরীরচর্চা করা প্রয়োজন।

ধূমপান বাদ দেওয়া: গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপান তলপেটের স্থূলতা বাড়ায় ও অন্যান্য স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করে। তাই, যত দ্রুত সম্ভব ধূমপান বাদ দেওয়া প্রয়োজন।

মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ: মানসিক চাপ ওজন বাড়ায় বিশেষত, পেটের মেদ। তাই নিজেকে শান্ত ও স্থীর রাখতে উপায় খুঁজে বের করতে হবে। যোগ ব্যায়াম, ধ্যান, প্রকৃতির কাছে কিছুটা সময় কাটানো ইত্যাদি নানাভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

পর্যাপ্ত ঘুম: সার্বিক সুস্থতার জন্য পর্যাপ্ত ঘুম আবশ্যক। গবেষণা থেকে জানা যায়, প্রাপ্ত-বয়স্কদের মধ্যে যারা ছয় ঘণ্টার কম ঘুমান অথবা নয় ঘণ্টার বেশি ঘুমান তাদের দেহে মেদ জমার পরিমাণ বেশি। প্রাপ্ত বয়স্কদের অবশ্যই প্রতিদিন সাত থেকে নয় ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন।

চুলের আর্দতা রক্ষায় তেলের বিকল্প

সুস্থ ও মসৃণ চুলে আগা ফাটার সমস্যা দেখা দেয় না। চুলের আর্দতা রক্ষায় তেল উপকারী হলেও অনেকেই তেল ব্যবহার করাতে চান না। তাছাড়া নারিকেল তেল ছাড়া অন্যান্য তেল চুলের 'ফলিকল' আবদ্ধ করে দেয়।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে চুলের আর্দতা রক্ষায় তেলের বিকল্প কয়েকটি প্রাকৃতিক প্যাক সম্পর্কে জানানো হল।

দই: দই প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামের খুব ভালো উৎস। এতে ভিটামিন এ, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থাকায় তা চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। দই চুলের রুক্ষতা দূর করতে ও আর্দতা ধরে রাখতে উপকারী। এর প্রদাহ-রোধী ও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান মাথার ত্বকের খুশকির সমস্যা দূর করতে সহায়ক।

কলা: কলা প্রাকৃতিক তেল সমৃদ্ধ যা কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ও পটাসিয়ামের ভালো উৎস। এই উপাদান চুলকে মসৃণ করতে ও চুলের প্রাকৃতিক স্থিতিস্থাপকতা সুরক্ষিত রাখতে, আগা ফাটা ও ভেঙে পড়ার সমস্যা দূর করতে, মাথার ত্বক মসৃণ ও খুশকি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। এছাড়াও চুলের উজ্জ্বলতা, শক্ত, ঘনভাব ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে ও সূর্যারশ্মি থেকে চুলকে বাঁচাতে কলার মাস্ক উপকারী।

মধু: মধু উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়ক। এটা চুলের ফলিকল মসৃণ রাখে ও মলিনভাব দূর করে উজ্জ্বলতা বাড়ায়। এর আর্দতা রক্ষাকারী গুণ চুলের শুষ্ক ও রুক্ষভাব দূর করে এবং আর্দতা বজায় রাখে। মধু চুলের বৃদ্ধিতে সহায়ক প্রাকৃতিক উপাদান সমৃদ্ধ। এর প্রাকৃতিক অ্যান্টিসেপ্টিক উপাদান চুল ও মাথার ত্বক সুস্থ রাখে ও খুশকি দূর করতে সাহায্য করে।

ডিম: ডিম কেবল চুলের আর্দতাই ধরে রাখে না বরং চুলের আগা ফাটা দূর করে ও মাথার ত্বক কন্ডিশনিং করতে সহায়তা করে। ডিম প্রোটিন ও বায়োটিন সমৃদ্ধ এবং এটা মাথার ত্বকের প্রয়োজনীয় আর্দতা ধরে রাখে, চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। চুল শক্তিশালী করে ও চুলের গঠন সুন্দর রাখতে ভূমিকা রাখে।

নাকের ব্ল্যাকহেডস দূর করতে (৮ জাঁদরেল ব্ল্যাকহেডসগুলো যেকোনো মুখে কালিমা লেপে দিতে পারে। পার্লারে না যেয়ে কিংবা দোকান থেকে ব্ল্যাকহেডস ওঠানোর পণ্য না কিনে ঘরেই তৈরি করে নেওয়া যায় স্ক্রাবার।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সেই পন্থাই জানানো হল।

প্রয়োজন হবে

১ টেবিল-চামচ ওটস বা ওটমিল। দুতিন ফোঁটা লেবুর রস। ১ টেবিল-চামচ টক দই।

ওটমিলের উপাদান ময়লা ও ব্ল্যাকহেডস তৈরির উপাদান ত্বক থেকে ওঠাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি ত্বকের কোনো ক্ষতি করে না। লেবুর ভিটামিন সি সমৃদ্ধ যা ত্বকের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। আর সিট্রিক অ্যাসিড ব্ল্যাকহেডস নরম করতে সাহায্য করে।

পদ্ধতি

একটা বাটিতে উল্লেখিত পরিমাণে ওটমিল ও দই নিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে নিন। যাতে মিশ্রণটা খুব মসৃণ হয়। এরপর এতে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার মিশ্রণটি নাকের চারপাশে ও ওপরে ভালো মতো মেখে নিন। মিশ্রণটি ভালো মতো বসার জন্য ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর আঙ্গুল দিয়ে চক্রাকারে ভালো মতো ঘষে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। সপ্তাহে একবার এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে উপকার মিলতে থাকবে।

বাহুমূলের কালচেভাব দূর করতে প্রাকৃতিক উপাদান

নিয়মিত ব্যবহারে উপকার মেলে এসব প্রাকৃতিক উপাদান থেকে।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে বগলের কালচেভাব দূর করার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

বেইকিং সোডা: বেইকিং সোডা বাহুমূলের কালচেভাব দূর করতে খুব ভালো কাজ করে। পানি ও বেইকিং সোডা মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে বাহুমূলে সপ্তাহে দুবার স্ক্রাব করুন। স্ক্রাব করে তা সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে আলতোভাবে মুছে নিন।

নারিকেল তেল: নারিকেল তেলে আছে ভিটামিন ই যা প্রাকৃতিকভাবে ত্বক উজ্জ্বল করে বলে বিশ্বাস করা হয়। বাহুমূলে প্রতিদিন নারিকেল তুল মালিশ করে পনের মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার: এটা কেবল চর্বি কাটায় না বরং ত্বকের মৃত কোষ দূর করে। কারণ এতে আছে মৃদু অ্যাসিড যা প্রাকৃতিক পরিষ্কারক হিসেবে কাজ করে। দুই টেবিল-চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনিগারের সঙ্গে বেইকিং সোডা মিশিয়ে তা বাহুমূলে মেখে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে আসলে সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

জলপাইয়ের তেল: প্রাচীনকাল থেকেই নারীরা সৌন্দর্যচর্চায় জলপাইয়ের তেল ব্যবহার করতেন।

এক টেবিল-চামচ জলপাইয়ের তেলের সঙ্গে এক টেবিল-চামচ বাদামি চিনি মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করে বাহুমূলের ত্বক এক্সফলিয়েট করে নিন। দুই মিনিট স্ক্রাব করে কিছুক্ষণ রেখে এরপর সাধারণ পানি দিয়ে ত্বক ধুয়ে নিন।

লেবু: লেবু প্রাকৃতিক ব্লিচিং হিসেবে পরিচিত। অর্ধেকটা লেবু কালো অংশে প্রতিদিন গোসলের আগে দুতিন মিনিট ধরে মালিশ করুন। কয়েকদিনের মধ্যেই পরিবর্তন চোখে পড়বে।

নাক বন্ধ করে শ্বাসের সমস্যা হলে যা করবেন

শীত ছাড়াও বৃষ্টিতে অনেক সম সর্দি কাশির প্রকোপ বাড়ে ও এসিতে থাকার কারণে ঠাণ্ডা লাগতে পারে। আবার গরম বারবার স্নান করার কারণে ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

সারা রাত শুকনো কাশি, নাক দিয়ে পানিপাড়া ও ঘুমানোর সময় বন্ধ সাধারণত, শরীরে যখন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মিউকাস তৈরি হয়, তখনই বাড়তি মিউকাস নাকে পানির আকারে বেরিয়ে যায়। এছাড়া যারা সাইনাস ও মাইগ্রেনের সমস্যায় ভোগেন, তাদের ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা থেকে নানা ধরনের সংক্রমণ শুরু হয়।

নাকের হাড় যাদের একটু বাঁকা, সামান্য ঠাণ্ডা লাগলেই ঘুমানোর সময় প্রায়ই তাদের নাক বন্ধ হয়ে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। বাজারে পাওয়া নানারকমের ড্রপ দিয়েই এই সমস্যায় সহজ সমাধান মেলে। মেডিসিন বিশেষজ্ঞের মতে, নাকের ড্রপ একটানা ব্যবহার করলে এক সময় তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। ফলে ড্রাপ কিছুতেই ঘুম আসবে না।

কী করবেন ঃ-

১) এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে রাতে ঘুমানোর আগে লবণ ও জলের টানুন নাকে। ঠাণ্ডা থাকলে গরম জলের মধ্যে লবণ দিয়ে নাক দিয়ে দিয়ে টেনে ভাপ নিন।

২) দিনে বার দুই ভেপার ও সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টি অ্যালার্জির কিছু ওষুধ খেলেই এই সমস্যা অনেকটা কমবে। কয়েক চামচ জলেতে সামান্য লবণ যোগ করে ড্রপারে করে সেই জল নাকে দিতে পারেন।

৩) গলার খুশখুশ সারাতে ও নাক থেকে জল পড়া কমাতে উষ্ণ জলে আপেল সাইডার ভিনিগার ও মধু মিশিয়ে খান নিয়মিত।

৪) নাক বন্ধের সমস্যার মেটাতে চাইলে কাঁচা হলুদ ও দুধ মিশিয়ে ফুটিয়ে পান করুন। এক কাপ দুধে একটুখানি কাঁচা হলুদ বাটা মিশিয়ে প্রতিদিন রাতে ঘুমতে যাওয়ার আগে পান করুন।

ভেষজ রসের গুণাগুনাবলী

প্রতিদিন আমদের অন্তত ৮ গ্লাস জল পান করা উচিত। কিন্তু এই রসের সঙ্গে কিছু উপাদান মেশালে তা হয়ে ওঠে পুষ্টিকর ও শক্তিবর্ধক। তখন একে বলে ডিটক্স ওয়াটার বা ডিটক্স জল। তাজা ফল, সব্জি ও ভেষজ উপাদান টুকরো করে কেটে স্বাভাবিক তাপমাত্রায়, হালকা গরম বা শীতল জলেতে নির্দিষ্ট সময় ভিজিয়ে রেখে এই মিশ্রণ তৈরি করা হয়।

. ডিটক্স জল সারা দিন শরীরকে সতেজ ও শীতল রাখতে সাহায্য করে।

. শরীর থেকে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সহায়ক।

. শরীরের মেদ কোষগুলোর নিষ্কাশণে সাহায্য করে এটি। খাবার হজমে সাহায্য করে ও বিপাক বাড়ায়।

. যকৃৎ ও ত্বকের জন্য ডিটক্স জল উপকারী। প্রদাহ কমাতেও এটি সহায়ক।

. এই জলেতে যে ফল মেশানো হয়, তা মিষ্টি বা চিনির প্রতি আগ্রহ কমায়, রুচি বাড়ায়।

. ফল ও সব্জির ভিটামিন, খনিজ ও অন্যান্য গুণ থাকলেও এতে ক্যালরি বেশি থাকে না।

. উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা কমাতেও উপকারে আসে এই রস।

. আদা ও লেবু ঃ এক গ্লাস কুসুম গরম জলেতে এক ইঞ্চি পরিমাণ আদাকুচি ও আধাখানা লেবুর রস মিশিয়ে খালি পেটে পান করুন।

. লেবু ও পুদিনা পাতা ঃ ১৫ থেকে ২০টি পুদিনা পাতা, পাতলা করে কাটা লেবুর ৫ বা ৬টি টুকরো বা আধখানা লেবুর রস ৫০০ মিলিমিটার জলেতে ভিজিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। সকালে খালি পেটে বা দিনে দুই থেকে তিনবার পান করতে হবে।

. লেবু, শসা ও পুদিনা পাতা ঃ ৮ কাপ জলেতে একটি আধখানা লেবুর রস ও ওই পরিমাণ লেবু কুচি করে কেটে মিশিয়ে দিতে হবে। তারপর আধখানা শসা কুচি করে ৭টি পুদিনা পাতা সহ ওই জলেতে দিয়ে ২-৩ ঘণ্টা রেখে পান করুন।

. আপেল, দারুচিনি ঃ ১ লিটার জলেতে একটি আপেল স্লাইস করে কেটে এক টেবিলি চামচ দারুচিনি দিয়ে কয়েক ঘণ্টা রেখে ঘুমানোর আগে পান করলে শরীরেরে চর্বি কমে ও বিপাকক্রিয়া ভালো হয়।

. চিয়া সিড ও লেবু ঃ আধ চা চামচা চিয়া সিড এক কাপ জলেতে এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে যে জল তৈরি হবে, তাতে এক চা চামচ লেবুর রস ও আরও জল মিশিয়ে নেড়ে পান করুন। এতে তন্তু বা আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। এছাড়া ডিটক্স জল তৈরিতে স্ট্রবেরি, কমলা, সাইট্রাস ফলের খোসা, জাম্বুরা, বিট ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

বাংলাদেশ-ভারত ফ্লাইট চালু হতে পারে আজ

মনির হোসেন,ঢাকা,০৩ সেপ্টেম্বর।। এয়ার বাবল চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আজ শনিবার থেকে ফ্লাইট চলাচল শুরু হতে পারে। বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) দেওয়া নির্দেশনায় বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

এর আগে, ২৮ আগস্ট ভারতের বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এয়ার বাবল চুক্তির আওতায় ৩ সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশ-ভারত ফ্লাইট চলাচলের ঘোষণা দেয়। তবে শুক্রবার সেটি শুরুর সুযোগ থাকলেও তা শুরু হয়নি। বেবিচকের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, দুই দেশের মধ্যে ফ্লাইট চালুর বিষয়ে ভারতের বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয়ের দেওয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেছে বেবিচক। ফলে দুই দেশের মধ্যে ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ফ্লাইট চালু হচ্ছে। পরবর্তী নির্দেশনার আগ পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে এয়ার বাবল চুক্তির আওতায় ফ্লাইট চলাচল অব্যাহত থাকবে।

ভারত ও বাংলাদেশের এয়ারলাইনগুলো সপ্তাহে সাতটি করে ফ্লাইট পরিচালনা করবে উল্লেখ করে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের এয়ারলাইন্সগুলোর মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা ও ঢাকা-দিল্লি-ঢাকা রুটে সপ্তাহে দুটি করে মোট চারটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে। আর ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স ঢাকা-চেন্নাই-ঢাকা রুটে সপ্তাহে তিনটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে।

ভারত থেকে আসা যাত্রীরা 'বিজনেস ভিসা' নিয়ে বাংলাদেশে আসতে পারবেন। ভারত থেকে আসা প্রত্যেক যাত্রীকে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে বলেও নির্দেশনায় বলা হয়েছে।

ভারতে পাচার হওয়া ৭ তরুণী বাংলাদেশে ফিরলেন

মনির হোসেন,ঢাকা,০৩ সেপ্টেম্বর।। প্রায় দুই বছর পর ভারতে পাচার হওয়া সাত বাংলাদেশি তরুণীকে বেনাপোল বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়েছে ভারতীয় পুলিশ। পাচারের শিকার তরুণীরা জানান, ভালো কাজ দেওয়ার নাম করে তাদেরকে সীমান্ত পথে ভারতে নেয় দালালরা। পরে পাচারকারীদের খপ্পর থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরছেন তারা।

বৃহস্পতিবার (২ সেপ্টেম্বর) রাতে ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ তাদের ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। ফেরত আসা তরুণীদের বয়স ২৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

এ বিষয়ে বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আহসান হাবিব জানান, ইমিগ্রেশনের কাগজপত্রের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আইনি সহায়তা দিতে এসব তরুণীদের জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার নামে একটি এনজিও সংস্থার হেফাজতে দেওয়া হয়েছে।

জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ারের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার এবিএম মুহিত হোসেন জানান, ভালো কাজের প্রলোভনে দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ে এসব তরুণীরা দুই বছর আগে ভারতে যায়। পরে তাদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করে। খবর পেয়ে ভারতীয় পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে অবৈধ অনুপ্রবেশ আইনে মামলা দিয়ে আদালতে সোপর্দ করে।

সেখান থেকে ভারতীয় একটি এনজিও সংস্থা তাদেরকে ছাড়িয়ে নিজেদের হেফাজতে রাখে। এরপর রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়ায় ট্রাভেল পারমিটের মাধ্যমে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়। মুহিত হোসেন আরও জানান, বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির কারণে নিরাপত্তার কথা ভেবে তরুণীদের যশোর গাজীর দরগায় প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে ১৪ দিন রাখা হবে। কোয়ারেন্টাইন শেষে তাদেরকে আইনি সহায়তাসহ কর্মসংস্থানের বিষয়ে সহযোগিতা করা হবে।

প্রাথমিক টেটে ৬টি প্রশ্ন ভুল, পর্ষদ সভাপতিকে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ২০১৪ সালের প্রাথমিক টেট পরীক্ষায় ৬টি প্রশ্ন ভুল থাকার ঘটনায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

২০১৪ সালে যে প্রাইমারির টেট হয়, গত ২৭ জুলাই হাইকোর্টের নির্দেশে আঁতসকাঁচের তলায় চলে আসে সেই পরীক্ষা। ২০১৪-র পরীক্ষায় মূলত বিতর্ক ছড়ায় ১১টি প্রশ্নকে ঘিরে। সেই বিষয়ে ১৯ আগস্টের মধ্যে রিপোর্ট তলব করে হাইকোর্ট। তার পর নেওয়া হয় পরবর্তী সিদ্ধান্ত।

২০১৪ সালে প্রাইমারি টেটে প্রশ্নপত্রে ১১টি প্রশ্নকে ঘিরে বিতর্ক ছড়ায়। পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ ছিল, ওই ১১টি প্রশ্নের উত্তর হিসেবে যে ৪টি বিকল্প দেওয়া হয়েছিল। তার সবকটি-ই ছিল ভুল। টেট হয় এমসিকিউ ধাঁচের। এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের জন্য ৪টি বিকল্প দেওয়া হয়ে থাকে। যার মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি পরীক্ষার্থীদের বেছে নিতে হয়। পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ ছিল, ২০১৪-র প্রাইমারি টেটে ১১টি প্রশ্নের ক্ষেত্রে সব উত্তরই ছিল ভুল। যার কোনও সংশোধনও করা হয়নি।

সেই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরই এই ইস্যুতে মামলা দায়ের করেন ১০০ জন পরীক্ষার্থী। এই পরীক্ষার্থীদের সবাই ২০১৪ প্রাইমারি টেটে অকৃতকার্য হয়েছিলেন। প্রশ্নপত্র যাচাইয়ের দাবি তোলেন তাঁরা। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিকল্পগুলো ঠিক কী ভুল তা বিশ্বভারতীর উপাচার্য সবুজকলি সেনকে খতিয়ে দেখতে বলে কলকাতা হাইকোর্ট।

মামলাকারী পরীক্ষার্থীদের সেই অভিযোগকেই প্রাথমিকভাবে স্বীকার করে নেয় হাইকোর্ট। ওই ১১টি প্রশ্নের বিকল্প নিয়ে পরীক্ষার্থীরা যে প্রশ্ন তুলেছিল, তাকেই মান্যতা দেয় আদালত। এই বিষয়ে অবিলম্বে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য সবুজকলি সেনকে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। আদালত একটি কমিটি গঠন করার জন্যও উপাচার্যকে নির্দেশ দেয়। উত্তর যাচাই করে দেখে ১৯ অগাস্টের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়। উল্লেখ্য, এই মামলায় হাইকোর্ট আগেই বিশ্বভারতীর উপাচার্য সবুজকলি সেনের কাছে রিপোর্ট তলব করে। কিন্তু সেই রিপোর্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা না পড়ায় ক্ষুব্ধ হয় আদালত। ২৭ জুলাই অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি। অবিলম্বে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। বেঁধে দেন সময়সীমা।

শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, '২০১৪ সালের প্রাথমিক টেট পরীক্ষায় ৬টি প্রশ্ন ভুল ছিল। যাঁরা ওই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তাঁদের পুরো নম্বর দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই নম্বর দেওয়া হয়নি। সেই কারণে হেনস্থার শিকার হয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। সেই কারণে মানিক ভট্টাচার্যের জরিমানা করা হচ্ছে। জরিমানা দিতে হবে মানিক ভট্টাচার্যের নিজস্ব রোজগারের টাকায়। ১৯ জন মামলাকারীর প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে দিতে হবে তাঁকে।"

'ওরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যান' থেকে রাজীব গান্ধীর নাম কর্তন, সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা বিরোধী নেতা দেবব্রতের

গুয়াহাটি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজীব গান্ধী ওরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যান-এর নাম থেকে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নাম কর্তনের তীব্র বিরোধিতা করেছেন বিধানসভায় বিরোধী কংগ্রেস নেতা দেবব্রত শইকিয়া। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন ক্যাবিনেটের এই সিদ্ধান্তকে দুর্ভাগ্যজনক বলে খেদ প্রকাশ করেছেন তিনি।

আজ শুক্রবার এক প্রেস বার্তায় বিধায়ক দেবব্রত শইকিয়া সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, পরিবর্তনের দোহাই দিয়ে দ্বিতীয় বারের মতো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের নাম পরিবর্তন নিয়েই ব্যস্ত সরকার। "সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ ও সব-কা বিশ্বাস" এবং দুর্নীতির ক্ষেত্রে "শূন্য সহনশীলতা", এ-সব বুলি মুখে আওড়ালেও, বাস্তব চিত্র ভিন্ন। বর্তমান সরকার রাজ্যের জনগণকে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, তা পূরণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। তাই সাধারণ জনগণের মন ভোলাতে প্রতিহিংসার রাজনীতিতে মেতে উঠেছে হিমন্তবিশ্ব শর্মা সরকার।

ওরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যান থেকে রাজীব গান্ধীর নাম কর্তন কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে সমগ্র দেশে অপরিসীম অবদান রেখে গিয়েছেন। বিরোধী নেতা দেবব্রত শইকিয়া প্রেস বার্তায় উল্লেখ করে বলেন, ১৯৮৪ সালে প্রথমবারের মতো দলীয় ইস্তাহারে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছিল। পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে এক বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করার কথাও দলীয় ইস্তাহারে উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯৮৫ সালে রাষ্ট্রীয় পতিতভূমি পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পরবর্তীত ১৯৮৬ সালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী গঙ্গা পরিষ্কারের জন্য গঙ্গা কার্য পরিকল্পনার মাধ্যমে গঙ্গা নদী পরিষ্কার করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন রাজীব গান্ধী ২৭টি সরকারি বিভিন্ন বিভাগের পরিবেশবিদ অনিল আগরওয়ালার মতামত গ্রহণ করে আলোচনার মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেশ কয়েকটি প্রকল্প প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এমন-কি রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯৮৬ সালে পরিবেশ বিভাগকে মন্ত্রালয়ে উন্নীত করা হয়েছিল। মহান নেতা রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে গৃহীত এটি একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ছিল। এছাড়া ১৯৯১ সালে দলীয় ইস্তাহারে প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ নিয়মাবলী বলবৎ করা, একত্রিত রাষ্ট্রীয় জল এবং ভূমি নীতি বিকাশ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। পরিবেশ রক্ষার খাতিরে বন্যপ্রাণীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ঘোষণাও করেছিলেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী।

দেশের পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে এমন উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ওরাং অভয়ারণ্য থেকে রাজীব গান্ধীর নাম কর্তন করা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। দেশের জন্য আত্মবলিদান দেওয়া প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে পুনরায় পূর্ববৎ ওরাং অভয়ারণ্যের নাম রাজীব গান্ধী ওরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যান নাম বহাল রাখতে সরকারের কাছে দাবি জানান বিধানসভার বিরোধী কংগ্রেস নেতা দেবব্রত শইকিয়া।

করিমগঞ্জের বাজারিছড়ায় বাবার হাতে ছেলে খুন, গ্রেফতার ঘাতক

বাজারিছড়া (অসম), ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিজের ঔরসজাত ছেলেকে নৃশংসভাবে খুন করেছে বাবা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা সংগঠিত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বাজারিছড়া থানাধীন খুলিছড়া উপজাতি গ্রামে। ঘটনার পর ঘাতক বাবাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনা সম্পর্কে বাজারিছড়া থানার ওসি মনুরঞ্জন সিনহা স্পষ্ট কিছু বলছেন না। কেবল বলেছেন, এখনই এ ব্যাপারে কিছু বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর সবকিছু জানানো সম্ভব। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত প্রায় সাড়ে নয়টা নাগাদ পারিবারিক কলহের জেরে বাবা লালভাঙির চড়াই (৬০) ও বছর ২৬-এর ছেলে নিকোলাস চড়াই-এর মধ্যে কোনও বিষয় নিয়ে প্রথমে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এক সময় বাকবিতণ্ডা হাতাহাতিতে পরিণত হলে ঘটে বিপত্তি। মেজাজ হারিয়ে বাবা লালভাঙির চড়াই কাপড় কাঁটার ধারালো কাঁচি দিয়ে ছেলে নিকোলাসের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গে উপর্যুপরি কোপ বসিয়ে দেন। এতে প্রচণ্ড রক্ত ঝরিয়ে গুরুতর আহত হয় নিকলাস। ঘটনার পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে বাজারিছড়ার মাকুন্দা খ্রিষ্টিয়ান লেপ্রসি কাম জেনারেল হসপিটালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি নিয়ে গ্রামের জনগণ নানা কথা বললেও একটি মহলের কথায়, গতকাল রাতে নাকি মদ্যপ অবস্থায় ছেলে নিকোলাস ঘরে ফিরেছিল। তখন তার বাবা ঘরে বসে টিভি দেখছিলেন। এক সময় পুরনো কোনও বিষয়ের প্রসঙ্গ তুলে নিকোলাস তার বাবার সাথে বচসার সৃষ্টি করে। সে-ই নাকি প্রথমে তার বাবার গলা চেপে শ্বাসরুদ্ধ করে প্রাণে মারতে উদ্যত হয়। সুযোগ বুঝে নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে বাবা লালভাঙির ধারালো কাঁচি দিয়ে ছেলেকে মারতে থাকেন। এতে প্রচণ্ড রক্ত ঝরিয়ে সে গুরুতর আহত হয়। এদিকে ঘটনার পর স্থানীয় পুলিশ শুক্রবার সকালে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে পাঠিয়েছিল। আজ বিকেলের দিকে ময়না তদন্ত শেষে নিকোলাসের মৃতদেহ নিজের বাড়িতে সমঝে দিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে অভিযুক্ত বাবা লালভাঙিরকে আটক করে বাজারিছড়া পুলিশ থানায় নিয়ে গেছে। থানায় প্রদত্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির খুন সংক্রান্ত ধারা বলে লালভাঙিরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগামীকাল শনিবার ঘাতক লালভাঙিরকে করিমগঞ্জের বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হবে বলে বাজারিছড়া পুলিশ সূত্রের খবর।

মাত্র কিছুদিনের অপেক্ষা, জোর কদমে প্যান্ডেল বাঁধার কাজ চলছে চেতলায়

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): হাতে গুনে মাত্র কয়েকটা দিন, তারপরেই মা আসবে। ক্যালেন্ডার জানান দিচ্ছে আর মাত্র একটা মাস পরেই পুজো। আর তাই বর্তমানে জোর কদমে শহরের পুজো মণ্ডপ গুলো সারছে প্যান্ডেলে বাঁধার কাজ। সারাটা বছর ধরে শহরবাসী অপেক্ষা করে থাকে দুর্গা পুজোর জন্য। আর কলকাতার পুজো মানেই থিম বনাম সাবেকির লড়াই। অপরদিকে কলকাতার থিমের পুজোয় অন্যতম ভাবে এগিয়ে চেতলা অগ্রণী।

বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলবে ১২ সেপ্টেম্বর

মনির হোসেন,ঢাকা,০৩ সেপ্টেম্বর।। বাংলাদেশে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর থেকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। শুক্রবার বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন। এ সময় তিনি বলেন, নভেম্বরে এসএসসি ও ডিসেম্বরে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, স্কুল-কলেজ আগামী ১২ সেপ্টেম্বর থেকে খুলে দেওয়া হতে পারে। তবে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় মিটিংয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। এর আগে, বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক জানান, আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের সব মেডিকেল কলেজ খুলে দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে। করোনার সংক্রমণ ঝুঁকিতে শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনায় ১৭ মার্চ থেকে দেশের সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে সরকার। পরে কয়েক দফা চেষ্টা করেও এ মহামারির কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আর খোলা সম্ভব হয়নি।

সম্প্রতি সচিব সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্রুত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপরই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দিতে জোরেশোরে প্রস্তুতি নেয়া শুরু হয়।

অবনী লেখারা এবং প্রবীন কুমারকে অভিনন্দন অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : অবনী লেখারা এবং প্রবীন কুমারকে অভিনন্দন জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার অমিতবাবু টুইটে লিখেছেন, "আশ্চর্যজনক আভানি লেখারা! আপনি আবারও প্যারালিম্পিক্সে আরও একটি পদক জিতে জাতির জন্য সম্মান অর্জন করেছেন।

গোটা জাতি তোমাকে নিয়ে গর্বিত ব্রোঞ্জ পদকের জন্য অনেক অভিনন্দন।"অপর একটি টুইটে অমিতবাবু লিখেছেন, "প্যারালিম্পিকে রৌপ্য পদক জেতার জন্য প্রবীণ কুমারকে অভিনন্দন। আমি নিশ্চিত আপনার আবেগ এবং অঙ্গীকার জাতির জন্য আরও গৌরব বয়ে আনবে। আমরা আপনাকে নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

প্রবীন কুমারকে শুভেচ্ছা দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রবীন কুমারকে টুইটে শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার দিলীপবাবু টুইটে ঢ়িখেছেন, "প্যারা অলিম্পিকে পুরুষ বিভাগে হাই জাম্পে রৌপ্য পদকপ্রাপ্তির জন্য অভিনন্দন প্রবীণ কুমারকে।"

প্রসঙ্গত, প্যারালিম্পিকে ১১তম পদক ভারতের, এশিয়ান রেকর্ড গড়ে রুপো পেলেন হাই জাম্পার প্রবীণ কুমার। টোকিওতে আরও একটি পদক জিতল ভারত। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জনাথন ব্রুমকে কড়া টক্কর দিয়ে শেষ পর্যন্ত টি ৬৪ বিভাগে রুপো জিতলেন ১৮ বছর বয়সী প্রবীণ কুমার (টি ৪৪ ক্লাস)।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

এক বছরের মাথায় জাপান প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়ছেন সুগা

টোকিও, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী হওয়ার এক বছরের মধ্যেই পদত্যাগ করতে চলেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিদি সুগা। শুক্রবার এখবর জানা গিয়েছে।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিদি সুগার রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রেক্যাটিক পার্টির (এলডিপি) সূত্রে জানা গিয়েছে, সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত দলের নেতা নির্বাচনে প্রার্থী না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ফলে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার মাত্র এক বছরের মাথায় তিনি দায়িত্ব ছাড়তে যাচ্ছেন।

গত বছর সেপ্টেম্বরে স্বাস্থ্যজনিত কারণে শিনজো আবে পদত্যাগ করলে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সুগা। কিন্তু এই বছরের সাধারণ নির্বাচনের আগে করোনা মহামারিতে সুগার জনপ্রিয়তা ৩০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে বলে জানিয়েছে এক সমীক্ষা।

আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর এলডিপি"র নেতা নির্বাচন হবে। যিনিই জিতবেন তিনি জাপানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেবেন। কারণ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে দলটির সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। এছাড়া, আগামী ১৭ অক্টোবর জাপানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

কাবুল বিমানবন্দর থেকে ফের শুরু আভ্যন্তরীণ ফ্লাইট চলাচল

কাবুল, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : শুক্রবার থেকেই ফের শুরু হল কাবুল বিমানবন্দরের বিমান চলাচল। গত মাসে তালিবান কাবুল দখল করার পর থেকে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটের সব ধরনের ফ্লাইট চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন পর ফের অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান পরিষেবা চালু হল। তবে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট এখনই শুরু হচ্ছে না।

জানা গিয়েছে, আফগানিস্তানের পতাকাবাহী আরিয়ানা এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, আজ শুক্রবার কাবুল বিমানবন্দর থেকে অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইট চালু করা হবে।কাবুল বিমানবন্দর থেকে ফের শুরু আভ্যন্তরীণ ফ্লাইট চলাচল এয়ারলাইন্সের সিনিয়র কর্তা তামিম আহমাদি জানান, "আমরা তালিবান এবং বিমান কর্তৃপক্ষ থেকে সবুজ সংকেত পেয়েছি। আজ থেকেই ফ্লাইট শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।" তবে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু না হওয়া পর্যন্ত দেশটির একাধিক সমস্যা মিটবে না। কারণ এখনও সে দেশ থেকে বাড়ি ফেরার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে একাধিক দেশের নাগরিক। আফগানিস্তানে এখনও রয়ে গিয়েছেন অসংখ্য ভারতীয়। তাই বিমান চলাচল শুরু না হওয়া পর্যন্ত ভারতের পক্ষেও তাঁদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। আফগানিস্তানে রয়েছেন মার্কিন, ব্রিটিশ নাগরিকরাও।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৬৮৬ জন

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনা হানা কিছুতেই পিছু ছাড়ছেনা শহরের। এরই মাঝে ফের ৬০০ পেরোল আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৬৮৬ জন। শুক্রবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৬৮৬ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,৫০,৬৬৪। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৪৮৩। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৭১৫। যার জেরে রাজ্য জুড়ে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৫,২৩,৪৮৭। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.২৫ শতাংশ। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৪৩,৫০৪।

নিউজিল্যান্ডের সুপারমার্কেটে ছুরিকাঘাতে জখম ৬, পুলিশের গুলিতে সন্ত্রাসীর মৃত্যু

ওয়েলিংটন, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে সুপারমার্কেটের মধ্যেই সন্ত্রাসী হামলা! শুক্রবার অকল্যান্ডের সুপারমার্কেটে আইসিস-অনুপ্রাণিত একজন সন্ত্রাসী ৬ জন ক্রেতাকে ছুরি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপায়। পরে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ওই সন্ত্রাসীর। হামলাকারী শ্রীলঙ্কার নাগরিক, ২০১১ সাল থেকে নিউজিল্যান্ডে বসবাস করত সে। এই হামলাকে "সন্ত্রাসী হামলা" আখ্যা দিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডেন। নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, শুক্রবার অকল্যান্ডের সুপারমার্কেটে আইসিস-অনুপ্রাণিত একজন সন্ত্রাসী ৬ জন ক্রেতাকে ছুরি দিয়ে কোপায়। হামলায় ৬ জন জখম হয়েছেন। পরে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ওই সন্ত্রাসীর। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, হামলাকারী একজন শ্রীলঙ্কার নাগরিক, ২০১১ সাল থেকে নিউজিল্যান্ডে বসবাস করত সে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

“ইডা”-র তাণ্ডবে নিউইয়র্কে মৃত্যু বেড়ে ৪৪, রেকর্ড বৃষ্টিতে বন্ধ সাবওয়ে সার্ভিস

নিউইয়র্ক, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রেকর্ড পরিমাণে বৃষ্টি ও ঘূর্ণিঝড় ”ইডা”-র তাণ্ডবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল নিউইয়র্ক। বৃষ্টি ও ঝড়ের তাণ্ডবে নিউইয়র্ক শহরে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৪৪ জনের। অবিরাম বৃষ্টির জেরে নিউইয়র্ক শহরের বেশ কিছু রাস্তা একেবারে নদীতে পরিণত হয়েছে, বন্ধ রয়েছে সাবওয়ে সার্ভিস। নিউইয়র্ক শহরে জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা করেছেন নিউইয়র্কের গভর্নর।রেকর্ড পরিমাণে বৃষ্টির জেরে অপ্রত্যাশিত বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে নিউইয়র্কে, রাস্তা পরিণত হয়েছে নদীতে, সাবওয়ে বন্ধ রয়েছে, স্টেশনে ঢুকে পড়েছে জল। নিউইয়র্ক শহরের অনেক বাসিন্দাই বলেছেন, বিগত ৫০ বছরের মধ্যে এমন বৃষ্টি তাঁরা কখনওই দেখেননি। প্রাকৃতিক এই দুর্যোগের মধ্যে শতাধিক বিমান পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে।

মুঙ্গিয়াকামি ব্লক এলাকার বিলাইকাং এর সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ সেপ্টেম্বর।। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও মুঙ্গিয়াকামি ব্লক এলাকার বিলাইকাং এর সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতায় এলাকায় বসবাসকারী জনগণ জটিল সমস্যার সম্মুখীন। মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের মানচিত্রে বিলাইকাং এলাকাটিও আছে। কিন্তু এলাকাবাসীদের যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হিসাবে যে রাস্তাটি বর্তমানে রয়েছে সেই রাস্তা মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। এই রাস্তা ধরে কোনো যানবাহনও যাতায়াত করে না। যার কারণে এলাকাবাসী পায়ে হেঁটে দীর্ঘ কয়েক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। যা প্রচন্ড দুর্ভোগের সামিল। বিগত বাম আমলে এনবিসিসি সংস্থার জনৈক ঠিকাদার এই রাস্তাটি নির্মাণ করেছিল। রাস্তার কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করা হয়নি।। অথচ ওই উপজাতি গ্রাম বলে পরিচিত বিলাইকাং এলাকার প্রায় ১৫০ টি পরিবারের জনজাতিদের বসবাস। বাম আমল পেরিয়ে রাম আমলের প্রায় সাড়ে তিন বছর কেটে গেলেও বিলাইকাং এলাকার রাস্তার বেহাল দশা ঘুচলো না। বর্তমানে ব্লক প্রশাসনের আমলারাও পর্বত দোহীতাদের স্বার্থে কাজ করছে না বলে অভিযোগ। অবাক হওয়ার বিষয় হলেও এটাই বাস্তব। এমন বাস্তব চিত্র প্রত্যক্ষ করা গেল খোদ বিলাইকাং এলাকাতে গিয়ে। গত কয়েকদিন পূর্বে মুঙ্গিয়াকামী আরডি ব্লক এর ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ দেববর্মা বিলাইকাং এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে রাস্তাঘাটের কঙ্কালসার অবস্থা প্রত্যক্ষ করে রীতিমতো অবাক হয়ে যান। ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ দেববর্মা জানান, এই এলাকার জনজাতির দীর্ঘ প্রায় ৫ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে৪৭ মাইলের করকরি এলাকায় আসে। ৪৭ মাইল থেকে গাড়ি করে মুঙ্গিয়াকামী বাজারে আসতে হয়। এলাকার জনজাতিদের যাতায়াতের রাস্তাটি তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। তবে ব্লকের ভাইস-চেয়ারম্যান ওই ভগ্নদশা রাস্তাটি সংস্কার করার ব্যাপারে উর্দতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথাও বলেছেন বলে জানান। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হল আজও কঙ্কালসার রাস্তা ধরে জনজাতিদের যাতায়াত করতে হচ্ছে।অবিলম্বে এলাকার রাস্তাঘাট তৈরীর জন্য প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দাবি উঠেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গিলানির মৃত্যুর পর অশান্তির কোনও ঘটনা ঘটেনি, শান্তিতে বিশ্বাসী কাশ্মীরবাসী : ডিজিপি

শ্রীনগর, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): যেমন আশঙ্কা করা হয়েছিল, তেমনটা হল না। গিলানির মৃত্যুর পর একটিও অশান্তির ঘটনা ঘটেনি জম্মু-কাশ্মীরে। কাশ্মীর শান্তই রয়েছে। বুধবার রাতে প্রয়াত হন কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাকামী নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানি। গিলানির মৃত্যুর পরই সুরক্ষা সংক্রান্ত কারণে কাশ্মীরের ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অশান্তির কোনও ঘটনাই ঘটেনি।

গিলানির মৃত্যুর পর জম্মু-কাশ্মীরের নিরাপত্তা-সহ সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জম্মু-কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, ’পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। বিগত দু”দিনে একটিও অশান্তির ঘটনা ঘটেনি। মানুষ সহযোগিতা করেছে, সুরক্ষা বাহিনী অত্যন্ত সংযম নিয়ে কাজ করছে। আমি মানুষকে অভিনন্দন জানাই। তাঁদের শান্তিতে বিশ্বাস আছে।’ গিলানির মৃত্যুর পর বন্ধ রাখা হয় ইন্টারনেট। ইন্টারনেট কবে চালু হবে, এ প্রসঙ্গে দিলবাগ সিং জানিয়েছেন, ’আমরা শীঘ্রই পর্যালোচনা বৈঠক করব। আমার মতে দ্রুতই ইন্টারেনেট চালু করা হবে।’

বিজেপির বিভিন্ন সংগঠনের সম্পাদক সভাপতি দের নিয়ে এই কার্যকারীনী বৈঠক তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ সেপ্টেম্বর।। ২০২৩ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে এবং বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এক কাজ করেন এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমার ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের চাকমা ঘাট কমিনিউটি হল গৃহে শুক্রবার।বিজেপি রাজ্য কমিটির নির্দেশ অনুসারে খোয়াই জেলার ৬ টি মন্ডলের সভাপতি ও সম্পাদক এবং দলের বিভিন্ন সংগঠনের সম্পাদক সভাপতি দের নিয়ে এই কার্যকারীনী বৈঠক হয়। দলীয় পতাকা এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে শুক্রবার এই কার্যকারীনি বৈঠক শুরু হয়। শুক্রবার সকাল ১১ টা নাগাদ। এই দিনেরে কার্যকরণ এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য প্রভারী বিনোদন সোনকর, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংগঠনের মন্ত্রী। এছাড়াও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি খোয়াই জেলা সভাপতি তথা কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী, তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী রায়, কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডঃ অতুল দেববর্মা, খোয়াই জেলা প্রভারি অমিত রক্ষিত সহ জেলার ছয়টি মন্ডলের এবং বিভিন্ন শাখা সংগঠনের সভাপতি এবং সম্পাদকরা। বিজেপি খোয়াই জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী বলেন, সংগঠনকে আরও বেশি করে শক্তিশালী করে তোলার জন্যই রাজ্য কমিটির নির্দেশ অনুসারে এই কার্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে নির্দেশ দেবে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকটা মন্ডল সেই ভাবে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। উদ্দেশ্য সংগঠনকে শক্তিশালী করে তোলা। এছাড়া সাংগঠনিকভাবে সংগঠনকে মজবুত এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বক্তব্য রাখেন বিজেপি রাজ্য প্রভারিবিনোদন সোনকর, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংগঠনের মন্ত্রী, সহ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কল্যাণী রায় এবং কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডঃ অতুল দেববর্মা।

প্রয়াত শিক্ষকের স্মরণে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। গত ছাব্বিশে আগস্ট বিকাল সাড়ে তিনটায় কোলকাতা এপোলো হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন উদয়পুর টেপানিয়ার আই এস ইনচার্জ জয়ন্ত চক্রবর্তী। গত ১৯শে জুলাই কোলকাতার এপোলো হাসপাতালে কোভিড পজিটিভ হওয়ার পর সুস্থ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। জয়ন্ত চক্রবর্তী উদয়পুরের বেশ কয়েকটি স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। পরবর্তীতে কিল্লার ডেপুটি আই এস থেকে টেপানিয়ার আই এস ইনচার্জ হিসেবে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে সুনামের সহিত দায়িত্ব পালন করেন। গত ছাব্বিশে আগস্ট পোস্ট কোভিড হওয়ার পর হৃদ যন্ত্রের সমস্যায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আজ দুপুর দেড়টার সময় কর্মস্থল টেপানিয়া আই এস অফিসে উনার শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়।এই শোক সভায় উপস্থিত ছিলেন মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক সোমনাথ চক্রবর্তী ,ডেপুটি আই এস পিনাকী রায়, মাতাবাড়ি আই এস গনেশ দাস, কাজল দাস,বাবুল দত্ত, সহ শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন বিষয়ে আধিকারিক বৃন্দ। সভার শুরুতে উপস্থিত সকল শিক্ষক- শিক্ষিকা , মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক সোমনাথ চক্রবর্তী সহ উল্লিখিত ব্যক্তি বর্গ জয়ন্ত চক্রবর্তীর প্রতিকৃতিতে পুষ্প মাল্য অর্পণ করা হয়। তার পর জয়ন্ত চক্রবর্তীর প্রতিকৃতিতে পুষ্প মাল্য অর্পণের পর দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে জয়ন্ত চক্রবর্তী সম্পর্কে স্মৃতি চারণায় অংশ গ্রহণ করেন আই এস সোমনাথ চক্রবর্তী, কাজল দাস, বাবুল দত্ত ,পিনাকী রায়, অপুরাম সরকার সহ উপস্থিত শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ।

নলছড়ে বালু মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩ সেপ্টেম্বর।। সিপাহীজলা জেলার নলছর ব্লকের নলছর পূর্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নম্বর ওয়ার্ডের একটি নদী রয়েছে যে নদীটি থেকে ওইখানকার বালু মাফিয়ারা অবৈধভাবে মেশিনের মাধ্যমে বালু তোলার ফলে একদিকে যখন নদীর এপার ওপার ভাঙতে ভাঙতে কৃষিজমি গুলিকে গ্রাস করে ফেলেছে। তার পাশাপাশি গাড়ি দিয়ে বালু নেওয়ার ওই এলাকার রাস্তাঘাট গুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

সবচেয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে প্রবণ অঞ্চল গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসটি। কারণ এই পঞ্চায়েতের সামনে দিয়ে বালুর গাড়ি গুলি যাতায়াত করছে যার ফলে পঞ্চায়েতের সামনে যে রাস্তাটি জলকাদা বড় বড় গর্ত পরিণত হয়েছে। যার ফলে ওই পঞ্চায়েতে অফিস করার জন্য কর্মচারীরা বড় বিপাকে পড়েছে। তাছাড়া সাধারণ মানুষও পঞ্চায়েতে আসার জন্য এই রাস্তাটি তাদের কাছে বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিনিয়ত বড়-ছোট দুর্ঘটনা হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে রাস্তাটি সংস্কার করা হলেও কিন্তু বালু তোলা বন্ধ না হওয়ার ফলে ওই বালুর গাড়িগুলি প্রতিনিয়ত যাওয়ার ফলে রাস্তাগুলি একমাসে ঠিক থাকে না। এমনটাই অভিযোগ করছেন ওইখানকার স্থানীয় লোক। তাছাড়া ওই পঞ্চায়েতের তিন নম্বর ওয়ার্ডে একটি কৃষি ফার্ম ছিল সেই সেই ফার্মটি বালু তোলার কারণে ভাঙতে ভাঙতে একেবারেই শেষ সীমানা এসে পড়েছে। গ্রামের মেম্বার এবং প্রশাসনিক আধিকারিক একসময় ভাতা প্রদান করলে তাদেরকে হুমকি দেয় এবং বাজারে আসলে দেখে নেবে বলে বালু মাফিয়া সুবাস নম: এবং গণেশ নম: ।এতকিছু অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন নিশ্চুপ রয়েছেন। সূত্রের খবর ও সমস্ত বালু মাফিয়া কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে থাকে বন দপ্তর। কারণ এই বিষয় নিয়ে পূর্ব নলছর গ্রাম পঞ্চায়েতের লোকজন বারবার বনদপ্তর এর কাছে এই বিষয়টি জানালেও তারা কোনো ভূমিকা গ্রহণ করছে না। এ বিষয় নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। ওই এলাকাবাসীদের দাবি যদি বনদপ্তর বালু তোলা বন্ধ না করে তাহলে তারা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

শক্তির উতপাদনে স্বনির্ভর হবে ভারত, জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনে জানালেন মুকেশ অম্বানি

মুম্বই, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : শক্তির উতপাদনে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে ভারত। আন্তর্জাতিক জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনে এমনই দাবি করলেন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান ও এমডি মুকেশ অম্বানি। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, পরিবেশবান্ধব শক্তির উতপাদন বৃদ্ধিতে আরও বেশি করে জোর দেওয়া উচিত।

পরিবেশবান্ধব শক্তির উতপাদনে ৭৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে রিলায়েন্স। এরপরই ক্লিন এনার্জি ক্ষেত্রে আরও বেশি করে জোর দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরলেন মুকেশ অম্বানি। তিনি বলেন, ”শক্তির উতপাদনের ক্ষেত্রে ভারত স্বনির্ভর হয়ে ওঠার লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়ে ফেলবে। জলবায়ু পরিবর্তন গোটা বিশ্বের কাছেই উদ্বেগের বিষয়। পরিবেশবান্ধব শক্তির উতপাদনে আমাদের আরও বেশি করে জোর দিতে হবে।” অম্বানি আরও বলেন, ”জীব ভস্মের উতস থেকে তৈরি হওয়া শক্তির উপর নির্ভরতা কাটিয়ে পুনর্ব্যবহার যোগ্য শক্তির উতপাদনে আত্ম নির্ভর হতে ভারত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জলবায়ু রক্ষার স্বার্থে গোটা বিশ্ব যে লক্ষ্যে এগোচ্ছে, তাতে পূর্ণ অবদান রাখবে ভারত। ” একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবী যে বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে এবং মানুষের জীবনে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, তাও তুলে ধরেন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান। মুকেশ অম্বানি মনে করিয়ে দেন, শুধু কার্বন নির্গমণ কমালেই চলবে না, বরং দ্রুততার সঙ্গে পরিবেশবান্ধব এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির উতপাদনের পরিমাণ বৃরি উপরে নজর দিতে হবে।

রিয়াং জনজাতির কূলদেবীর পূজা শান্তিরবাজারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার , ৩ সেপ্টেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত মনপাথর এলাকায় অনুষ্ঠীত হতেচলছে রিয়াং জনজাতির কূলদেবীর পূজা। অন্যান্য বছরের ন্যায় এই বছরও মনপাথর এলাকায় অনুষ্ঠীত হতেচলছে রিয়াং জনজাতি কূলদেবী সংগ্রমা পূজা। প্রত্যেক বছরের ভাদ্রমাসের অমবস্যা তিথীতে ত্রিপুরার রিয়াং জনজাতি অংশের লোকজনেরা উনাদের কূলদেবী সংগ্রমা পূজায় মাতোয়ারা হয়েউঠে। প্রত্যেক বছর রাজ্যভিত্তিক সংগ্রমা পূজা অনুষ্ঠীত হয় মনপাথর এলাকায়। আগামী সোমবার রিয়াং জনজাতির ঐতিয্যবাহী সংগ্রমা পূজার শুভ উদ্ভোধন করবে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এমনটাই জানালেন পূজা কমিটির সদস্যরা। উদ্ভোধকের পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেবর্বমন সহ অন্যান্য বিধায়করা। মঙ্গলবার পূজার দিন সকালবেলায় উপস্থিত থাকবেন মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর। সবকিছু মিলিয়ে দুইদিন ব্যাপী পূজা ও মেলা অনুষ্ঠীত হবে। এই পূজাকে কেন্দ্রকরে পূজার উদ্দ্যোগতারা বাঁশবেতের বিভিন্নকাজের প্রস্তুতি চালিয়েযাচ্ছে জোরকদমে। এইসমগ্র অনুষ্ঠানের কথা সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলেধরনের পূজাকমিটির সদস্যরা। উনারা জানান এই পূজায় ও মেলায় জাতী, ধর্ম সকল অংশের লোকজনের ব্যাপক হারে সমাসমঘটে। এইবছরও তার বেতিক্রম হবেনাবলেজানান পূজাকমিটির সদস্যরা।

ডম্বুর জলাশয়ে মাছের পোনা ছাড়া হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৩ সেপ্টেম্বর।।প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় গন্ডাছড়া মৎস্য দপ্তর এবং গন্ডাছড়া মৎস্য সমবায় সমিতির যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার তৃতীয় পর্যায়ে ডুম্বুর জলাশয়ে বিভিন্ন জাতের মাছের পোনা ছাড়া হয়। এদিন জলাশয়ের রাম বাবু পাড়ায় প্রায় ৫ লক্ষ ৮০ হাজার পোনা ছাড়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গন্ডাছড়া মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক মদন ত্রিপুরা, গন্ডাছড়া সাব জোনাল চেয়ারম্যান হিরন্ময় ত্রিপুরা প্রমুখ। মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক জানান এখন পর্যন্ত তিনটি পর্যায়ে প্রায় ১৫ লক্ষ মাছের পোনা ছাড়া হয়। তিনি বলেন ডুম্বুর জলাশয়ে মাছের বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যেই প্রত্যেক বছর এই সময় জলাশয়ে মাছের পোনা ছাড়া হয়।

এবার

● **প্রথম পাতার পর**

উপর তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল চলছে এই টিকার। পরীক্ষার ফল এলে তা খতিয়ে দেখেই জরুরি ভিত্তিতে টিকা প্রয়োগের অনুমোদন দেওয়া হতে পারে।

তৃণমূলের

● **প্রথম পাতার পর**

থাকবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুই ঘন্টা পর সুপারি বাগানস্থিত দশরথ দেব মেমোরিয়াল কনফারেন্স হলে তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্বনির্ধারিত যোগদান সভা শুরু হয়। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ঘটনাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ।

মহিলা

● **প্রথম পাতার পর**

হলে তিনি জানান, এই ধরনের একটি অভিযোগ থানাতে এসেছে।কিন্তু এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত পুলিশ কোন মামলা নথিভুক্ত করা হয়নি। থানার ওসি জানায় দুই পক্ষকে ডেকে সমজতা করিয়ে দেওয়া হবে। তাছাড়া কদমতলা থানার ওসি সাংবাদিকদের সাংবাদিকতার পাঠ পড়ান। কদমতলার থানার ওসির এই ধরনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। নিয়ম হল কোন ব্যাক্তি থানাতে মামলা করলে পুলিশ মামলা গ্রহন করে তদন্ত করে আদালতে তদন্তের রিপোর্ট জমা দেবে।আদালত বিচার করবে। কিন্তু কদমতলার থানার ওসি মামলা নথিভুক্ত না করে নিজেই বিচার কার্য শুর করছে। কদমতলা থানার এই ধরনের ভূমিকা নিয়ে কদমতলা এলাকাতে দেখা দায়েছে তীব্র ক্ষোভ দেখা দায়িছে।

এদিকে গ্রামবাসীরা জানান,এধরনের ঘটনা এই গ্রামে কোনদিন ঘটেনি,তাই অভিযুক্ত মহিলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক প্রশাসন। পাশাপাশি সমাজের সভাপতি জানান, সাময়িকভাবে ওই পরিবারকে সমাজ চুত্য করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় তাদের সমাজে তোলা হবে বলে জানান সমাজের সভাপতি ।তবে গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাবি উঠছে সুষ্ঠু তদন্তের।

বাজেয়াপ্ত

● **প্রথম পাতার পর**

. পিআর বাড়ি থানার পুলিশ ইকো গাড়ি তল্লাশি চালিয়ে বিশ কেজির উপরে গাড়ি থেকে গাঁজা উদ্ধার করে। জানা যায় সোনামুড়া বক্সনগর কলৌমচৌরা থেকে গাঁজা বোঝাই করে রাজনগর নিয়ে আসা হয় বাংলাদেশের উদ্দ্যেশে পাচারের জন্য।

এদিকে, ভ্যাহিকেল চেকিংয়ের সময় ট্রাফিক আগরতলার দিক থেকে আসা একটি দূরপাল্লার লরি সন্দেহ বশত গাড়িটি থামিয়ে চেকিং করতেই গাড়িটির গোপন কক্ষ থেকে উদ্ধার হয় ৩২টি প্যাকেটে ৩০৫ কেজি ৫০০ গ্রাম শুকনো গাঁজা। আটক করা হয় গাড়ির চালক রামজি যাদব (৩৭) এবং সহ চালক সঞ্জয় যাদব (৪০)-কে। উভয়ের বাড়ি বহিঃ রাজ্যে। উদ্ধারকৃত গাঁজা গুলোর বাজার মূল্য আনুমানিক ১৫ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন ট্রাফিক। গাড়ির চলক এবং সহ চালককে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে গাঁজা গুলো খয়েরপুর এলাকার কোন একটি জায়গা থেকে মাল বোঝাই করে শিলং এর উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

পরিষদ

● **প্রথম পাতার পর**

মধ্যে পরীক্ষা নেওয়ার দাবি করা হয়েছিল। এর আগে রাম ঠাকুর মহাবিদ্যালয় সহ রাজ্যের প্রায় সব গুলো মহাবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্র ছাত্রীরাও কলেজের অধ্যক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেয়। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার রুটিন অনুযায়ী আগামী ৬ সেপ্টেম্বর থেকেই তাদের যাতে পরীক্ষা নেওয়া হয় সেই দাবি করেছে তারা। কিন্তু হঠাৎ করে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়েছে বলে তারা জানিয়েছে। পরীক্ষা অনলাইনে না অফলাইনে নেওয়া হবে তাও পরিষ্কার করে নি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়। অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে তারা প্রস্তুতি নিয়েছিল। এবং যাবতীয় পরীক্ষার ফর্মএবং ফি জমা দিয়েছিল তারা। কিন্তু এ অবস্থায় পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় পড়ুয়ারা সমস্যায় পড়বে।বহিরাজ্যে মাস্টার ডিগ্রী কিংবা বিএড করার জন্য ভর্তির শেষ তারিখ চলে যাচ্ছে। ডিগ্রী শেষ হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

তাই এবিভিপির দাবি অবিলম্বে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার প্রশ্নে যাতে অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়া হয় ।তাদের বক্তব্য পূর্বনির্ধারিত রুটিন অনুসারে যাতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ।ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়ে দিয়েছে অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়া হবে। তাও আবার স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা স্থগিত রাখা হলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে জানিয়েছে। তিন বছরের কোর্সে এক্সট্রা ক্লাস করতে হচ্ছে।বর্হিরাজ্যে পড়তে হলে বা এন্ট্রান্স এর প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে। এ অবস্থায় যদি পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তারা সমস্যায় পড়বে বলে জানিয়েছে।

পদক্ষেপ

● **প্রথম পাতার পর**

ঘরের জন্য ১৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন যা মোট তিনটি কিস্তিতে সুবিধাভোগীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কাজের গতি অনুসারে দেওয়া হবে। তিনি জানান, ঘর নির্মাণের জন্য প্রথম কিস্তিতে দেওয়া হবে ৪৮,০০০ টাকা। প্রথম কিস্তির টাকা দিয়ে সুবিধাভোগীকে ন্যূনতম ঘরের লিন্টেল পর্যন্ত যথাযথভাবে তুলতেই হবে। কাজের গতি পঞ্চায়েত কিংবা ব্লক অফিসের কর্মীরা প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করবেন। যদি কোন সুবিধাভোগী প্রথম কিস্তির টাকা দিয়ে উপযুক্তভাবে ঘর নির্মাণের কাজ না করে থাকেন তবে পরবর্তী কিস্তির টাকা পাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। উপরন্তু প্রথম কিস্তির টাকা ঐ সুবিধাভোগী থেকে আদায় করা হবে।

তিনি বলেন, দ্বিতীয় কিস্তিতে দেওয়া হবে ৫০,০০০ টাকা। দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিয়ে ঘরের ছাদ পর্যন্ত তৈরি করতে হবে। যদি দ্বিতীয় কিস্তির টাকা যথাযথভাবে ঘরের জন্য খরচ করা না হয় এবং কাজ ছাদ পর্যন্ত না পৌছে তবে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা সুবিধাভোগীর কাছ থেকে আদায় করা হবে। তৃতীয় কিস্তিতে দেওয়া হবে ৩২,০০০ টাকা। তৃতীয় কিস্তির টাকা দিয়ে সুবিধাভোগীকে ঘরের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তাঁর কথায়, এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা এমজিএন রেগা থেকে সর্বোচ্চ ৯৫ দিনের টাকা (২১২ টাকা প্রতি দিন হিসেবে) অতিরিক্ত পাবেন যদি উপরিউক্ত কাজের গতি যথাযথ হয়। এ ছাড়াও কোন সুবিধাভোগী ইচ্ছে করলে বাসস্থান বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক থেকে ৭০,০০০ টাকা ৯ বার্ষিক সুদে ঋণ নিতে পারেন। তিনি বলেন, সুবিধাভোগীরা নির্মাণ সামগ্রী, শ্রমিকের সংস্থান অতি অবশ্যই ঘর অনুমোদন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে করে নেবেন ঘরটি যথাযথভাবে তারাতারি সুসম্পন্ন করার জন্যে। সাথে তিনি যোগ করেন, এই ঘরগুলি নির্মাণের জন্য আরও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাভোগীরা পেতে পারেন যেমন পাকা শৌচালয়, গ্যাস চুলা, বিদ্যুৎ সংযোগ, পানীয়জলের সংযোগ। এই সুবিধাগুলি যদি কোন সুবিধাভোগী পূর্বে পেয়ে থাকেন তবে আবার পাওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

গ্রামোন্নয়ন দফতর জেলা, ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরের সকল আধিকারিক ও কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ঘরের অনুমোদন, সকল আধিকারিক ও কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাতে সুবিধাভোগীদের ঘর নির্মাণে পরোক্ষ সহায়তা, কাজের গতি পর্যালোচনা করা যাবে। নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে ঘর তৈরি করা, ঘরের আয়তন ও নির্মাণ শৈলী বজায় রাখা এবং দ্রুত কিস্তির টাকা দেওয়া সুনিশ্চিত করতে হবে, বলেন তিনি। গ্রামোন্নয়ন দপ্তর সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে এই ব্যাপারে কোন প্রকার দুর্নীতি সহ্য করবে না। অতি ছোট আকারের দুর্নীতির খবর মিললেও দুর্নীতিকারীর বিরুদ্ধে তৎক্ষনাৎ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সতর্ক করেছেন তিনি।

ক্ষোভ

● **প্রথম পাতার পর**

রেগার কাজ ,কখনো পরের বাড়িতে অনুষ্ঠানে রান্নাবান্নার কাজ , যখন যেই কাজ পান সেই কাজ করেন।

কঠোর পরিশ্রম করে সন্তানকে লেখাপড়া করাচ্ছেন। ছাত্রটির বাবা সারাক্ষণ নেশায় মত্ত থাকে। যার ফলে স্বামীর সঙ্গে থাকেন না রত্না এবং তার সন্তানরা। কাজ করে পরিশ্রম করে সংসার প্রতিপালন করছে রত্না। বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতলে চিকিৎসা করিয়ে বিকেল পাঁচটার সময় ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। সারারাত্র ব্যথায় ঘুমোতে পারেনি সুব্রত। অথচ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা একটিবারের জন্যও খোঁজ খবর নেননি বলে জানিয়েছেন ছাত্রটির মা। ছাত্রটির বাইসাইকেল এবং স্কুল বেগ কোথায় রয়েছে, না হারিয়ে গেছে সেটাও বলতে পারছেন না রত্না।

সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো স্কুলে যাবার সময় স্কুলের পাশেই এই ঘটনা অথচ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা বলছেন স্কুলের সামনে ঘটনা হয়নি। তাই তারা খোঁজখবর নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। অথচ ছাত্রটির দুর্ঘটনায় স্কুলের ড্রেস পর্যন্ত ছিড়ে গিয়েছে। অতীতে কোন ছাত্র-ছাত্রী যদি অসুস্থ হত কয়েকদিন স্কুলে না আসতো তাহলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নিতেন। সেই জায়গায় স্কুলের সামনে গাড়ির ধাক্কায় রাস্তার পাশে কাতরাচ্ছে স্কুলছাত্র। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে খোঁজখবর নেওয়া এবং দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।এতটা অমানবিক হতে পারে শিক্ষক-শিক্ষিকারা? ছাত্রটির বাড়ি চড়িলামের আড়ালিয়া গ্রামের রাজিব কলোনি এলাকায়। ছাত্রটির মা বিশালগড় থানায় অলটো গাড়ির নম্বর দিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এখন দেখার বিষয় পুলিশ এই অল্টো গাড়িটিকে আটক করতে পারে কিনা?

ভয়ংকর

● **প্রথম পাতার পর**

বৃদ্ধি করুক, তা চাইছে না স্বাস্থ্য মন্ত্রক। তা ছাড়া উৎসবের মরসুমে যে করোনার সংক্রমণ বাড়তে পারে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কেরলের ওনাম।

গোড়া থেকেই কেরলে সংক্রমণের সংখ্যা বেশি ছিল। তারই মধ্যে ওনামের মতো উৎসবের সময় প্রশাসনের গা-ছাড়া মনোভাবে ওই রাজ্যে সংক্রমণ উত্তরোত্তর বেড়েছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, ২৭ জুলাইয়ের পর থেকেকেরলে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা কুড়ি হাজারের কাছাকাছি ছিল। কিন্তু ওনামের পরে সেই সংখ্যা এক লাফে গড়ে ত্রিশ হাজারে পৌঁছে যায়।

কোনও ভাবেই রোখা যাচ্ছে না সে রাজ্যের সংক্রমণকে, আর সেটিই বেশি চিন্তায় রেখেছে দেশের শীর্ষ স্বাস্থ্যকর্তাদের। ঠিক কেরলের ধাঁচেই গণেশ পুজোয় মহারাষ্ট্র ও দুর্গা পুজোর কারণে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই কেন্দ্র চাইছে, গত বারে যেমন মানুষ বাড়ি থেকেই উৎসব পালন করেছিলেন, বৃহত্তর স্বার্থে এ বারও যেন তা-ই করা হয়। প্রয়োজনে ওই রাজ্যগুলিকে আলাদা করে বিধিনিষেধ জারি করার পরামর্শ দেওয়ার কথা ভেবেছে কেন্দ্র।

৬২ জন

● **প্রথম পাতার পর**

মাস্ক সঠিকভাবে পরিধান করছে না। শহরে সন্ধ্যার পর থেকে চলছে মদের আসর। সদর মহকুমা প্রশাসনের কুম্ভ নিদ্রায় সংক্রমণে ঢেউ আবারও আছড়ে পড়তে পারে রাজ্যে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে দেশবাসীকে পুজোর মরশুমের জন্য সতর্কবার্তা জারি করেছে। এবং বাড়িতে থেকে পূজার মরশুম উপভোগ করার জন্য বলা হলেও কে শুনে কার কথা। বেলাগাম ভাবে চলছে একাংশ আপামর জনগণ।

ক্রীড়াঙ্গন

নীরজের সাফল্যের নেপথ্যে সেনার অবদান কম নয়, প্রতিভার সন্ধান করেছিলেন অভয় কৃষ্ণ

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): টোকিও অলিম্পিকে নীরজ চোপড়া স্বর্ণপদক জয়ের পর গোটা দেশ আনন্দে মেতে উঠেছিল, কিন্তু তাঁর এই সাফল্যের নেপথ্যে থাকা কঠোর পরিশ্রম ও সহযোগিতা প্রকাশ্যে আনা প্রয়োজন। এই সময়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল অভয় কৃষ্ণের নাম উঠে আসে, যিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর চিফ কমিশনার পদে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নিজের সেবা প্রদান করছেন। সেই সময়ের কথা, যখন সেনাবাহিনী অলিম্পিকে পদক জয়ের উদ্যোগ নিয়েছিল ও এই ধরনের প্রতিভাবান তরুণদের সন্ধান শুরু করেছিল।

তখন অভয় কৃষ্ণ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ও রাজপুতানা রাইফেলস রেজিমেন্টের কর্নেল পদে ছিলেন, তিনি ব্রিগেডিয়ার আদিশ যাদবের নেতৃত্বে একটি টিম গঠন করেন এবং সেই টিম এই প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেয় ও তাঁকে খুঁজে পায় ও সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাঁর এই দূরদর্শী চিন্তাভাবনা দেশের জন্য শুধু পদক পেতেই সাহায্য করেনি, একইসঙ্গে দেশের তরুণদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে ভরে দিয়েছে। বর্তমানে খেলাধুলার ক্ষেত্রে দেশ অনেক পিছিয়ে রয়েছে, তাই এমন একজন অফিসারকে উচ্চ পর্যায়ে নিযুক্ত করা দরকার সরকারের, যাতে এই ধরনের প্রতিভাকে সামনে আনার ক্ষেত্রে সাহায্য করা যায়। লেফটেন্যান্ট জেনারেল অভয় কৃষ্ণ একটি উদাহরণ, যিনি দেশের প্রতিভাবান তরুণদের বাছাইয়ের কাজ করেছিলেন।

পদত্যাগের ইচ্ছে সুগার, বললেন ক্ষমতাসীন দলের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না

টোকিও, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তীব্র সমালোচনার মধ্যেই জাপানের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছের কথা জানালেন ইয়োশিহিদি সুগা। পদত্যাগের ইচ্ছে প্রকাশ করে সুগা বলেছেন, ক্ষমতাসীন দলের জন্য তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর ক্ষমতাসীন দল লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এজন্য প্রচার শুরু হবে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে। সুগা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার এক বছরের মাথায় এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। দলের নেতা নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন সুগা। এ নির্বাচনে যিনিই জিতবেন তিনি জাপানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন। কারণ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে দলটির সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। আগামী ১৭ অক্টোবর জাপানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

সরে দাঁড়ানোর প্রসঙ্গে জাপানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু একই সঙ্গে করোনা ঠেকানো এবং নির্বাচনে অংশ নিতে হলে বিপুল পরিমাণ শক্তি দরকার। আমি ভেবে দেখলাম দু''টো কাজ একসঙ্গে করতে পারব না। তখন আমাকে যে কোনও একটি বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হল। আমি করোনাভাইরাস প্রতিরোধে মনোনিবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

প্রায় তিন দশক পর বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে হারের মুখ দেখল স্পেন

মাদ্রিদ, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : দীর্ঘ ২৮ বছর বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে হারের মুক দেখল ২০১০ বিশ্বকাপ জয়ী স্পেন। শুক্রবার সুইডেনের ঘরের মাঠ স্টকহোমের ফ্রেন্ডস অ্যারেনায় ইউরোপ জোনের গ্রুপ ''বি''-র ম্যাচ স্পেনের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে দারুন জয় তুলে নিল সুইডেন। স্পেনের হয়ে অভিষেককারী কার্লোস সোলে স্পেনকে এগিয়ে দেওয়ায় পর সুইডেনকে সমতায় ফেরান আলেকজান্ডার ইসাক। এরপর দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হওয়ার কিছু সময় পর জয়সূচক গোলটি করেন ভিক্টর ক্লাসেন। হারলেও এই ম্যাচে পুরো সময় বল দখলে নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল স্পেন। এদিন গোলের উদ্দেশ্যে মোট ১২টি শট নেয় স্পেন, যার ৪টি ছিল লক্ষ্যে। অন্যদিকে সুইডেন গোলের উদ্দেশ্যে শট নেয় ৬টি, যার মধ্যে ৪টি ছিল লক্ষ্যে। প্রথমার্ধের শুরুতেই ৪ মিনিটে প্রথম গোল করে স্পেনকে এগিয়ে দেয় কার্লোস সোলের। ঠিক এক মিনিট পরেই গোল পরিশোধ করেন সুইডিশ ফরোয়ার্ড আলেকজান্ডার ঈশাক। এরপর ৫৭ মিনিটে স্পেনের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন ভিক্টর ক্লাসেন। উল্লেখ্য, ২০১০ বিশ্বজয়ী স্পেন এর আগে সবশেষ বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচ হেরেছিল ১৯৯৩ সালের মার্চে। কোপেনহেগেনে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে হার মানতে হয়েছিল তাদের। তবে মাঝে তারা অপরাজিত ছিল টানা ৬৬ ম্যাচে। যার মধ্যে ছিল ৫২টি জয় ও ১৪টি ড্র। কিন্তু এদিন দীর্ঘ ২৮ বছর পর ফের বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে হারের তেতো স্বাদ পেতে হল লুইস এনরিকের দলকে।

ভেনেজুয়েলাকে ৩-১ উড়িয়ে দিল আর্জেন্তিনা

বুয়েনস আইরিস, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়নরা নিজেদের জয়ের ধারা ধরে রাখল। কোপা জয়ের পরে প্রথম মাঠে নেমে দারুণ পারফরম্যান্স করল আর্জেন্তিনা। অধিকাংশ সময় এক জন কম নিয়ে খেলা ভেনেজুয়েলাকে পুরোটা সময় কোণঠাসা করে রেখে দারুণ জয় পেল লিওনেল স্কালোনির দল। প্রতিপক্ষের মাঠে শুক্রবার সকালে লাতিন আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে ৩-১ গোলে জিতল আর্জেন্তিনা। লাউতারো মার্টিনেসের গোলে তারা এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের ৭১ মিনিটে আর্জেন্তিনার হয়ে ব্যবধান বাড়ান হোয়াকিন কোররেয়া ও তিন মিনিট পরেই ব্যবধান ৩-০ করেন অ্যাঞ্জেল কোররেয়া। ভেনেজুয়েলার হয়ে একমাত্র গোলটি করেন ইয়েফেরসন সটেল্ডো। এ দিন ম্যাচের ৩২ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠের বাইরে চলে যান ভেনেজুয়েলার ফুটবলার আদ্রিয়ান মার্টিনেজ। ফলে ম্যাচের বেশির ভাগ সময় ভেনেজুয়েলাকে ১০ জনে খেলতে হয়।

এ দিনের ম্যাচে প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলছিল মেসির আর্জেন্তিনা। ম্যাচের ১২ মিনিটেই সুযোগ পেয়েছিল মেসি অ্যান্ড কোম্পানি। কিন্তু ক্রসবারে লেগে সেটি প্রতিহত হয়। এরপরে ম্যাচের ২৯ মিনিটে মেসিকে বিপজ্জনক ফাউল করে বসেন আদ্রিয়ান মার্টিনেজ। রেফারি প্রথমে হলুদ কার্ড দেখালেও পরে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে দেন লাল কার্ড। এরপরে আরও আরও আক্রমণাত হয়ে ওঠে আর্জেন্তিনা।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সাত ম্যাচে চারটি জয় ও তিনটি ড্র করে আর্জেন্তিনার পয়েন্ট এখন ১৫। কোপা আমেরিকায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আগে বাছাইয়ে চিলির সঙ্গে ১-১ ও কলম্বিয়ার সঙ্গে ২-২ ড্র করেছিল স্কালোনির দল।

হাই জাম্পে রুপো জিতলেন প্রবীণ কুমার, মোদী বললেন কঠোর পরিশ্রমের ফল

টোকিও, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): টোকিও প্যারালিম্পিকে একাদশতম পদক এল ভারতের ঝুলিতে। শুক্রবার ছেলেদের হাই জাম্পে (টি৬৪) রুপো জিতলেন প্রবীণ কুমার (স্পোর্ট ক্লাস টি৪৪)। রুপো জয়ের পর প্রবীণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদীর বার্তা, প্রবীণের কঠোর পরিশ্রমের ফল এই পদক। ২.০৭ মিটার লাফিয়ে এশিয়ান রেকর্ড গড়েছেন প্রবীণ কুমার, ছেলেদের টি৬৪ বিভাগে পদক জিতলেন তিনি। গ্রেট ব্রিটেনের জোনাথন ক্রম এডওয়ার্ডের সঙ্গে টাই হয়ে গিয়েছিল প্রবীণের। ১৮ বছরের ভারতীয় হাই জাম্পার টাইব্রেকারে গিয়ে হেরে যান। জোনাথন ২.১০ মিটার লাফিয়ে সোনা জিতে নেন। ব্রোঞ্জ পেয়েছেন পোল্যান্ডের মেসিয়েজ লেপিয়াটো। রুপোজয়ী প্রবীণ কুমারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'প্যারালিম্পিকে রুপো জয়ের জন্য প্রবীণ কুমারের প্রতি গর্বিত। প্রবীণের কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ফল এই পদক। তাঁকে অভিনন্দন। ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা করছি।' প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে প্যারা স্পোর্টসে অংশ নেন প্রবীণ। এই মুহূর্তে বিশ্বের ক্রমতালিকায় তিন নম্বরে তিনি। তবে হাই জাম্প নয়, প্রবীণ খেলাধুলার জগতে আসেন ভলিবল দিয়ে। জাতীয় প্যারা অ্যাথলিট কোচ সত্যপাল সিংয়ের হাত ধরে হাই জাম্পে আসেন প্রবীণ।

অস্ট্রেলিয়ায় নিভৃতবাসে ছোট ঘর মিতালিদের, ক্ষুব্ধ মহিলা ক্রিকেট দল

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ খেলতে গিয়ে বিপদে পড়েছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। নিভৃতবাসের সবে চতুর্থ দিন চলছে, এর মধ্যেই হাঁফিয়ে উঠেছেন মিতালি রাজ, স্মৃতি মন্ধানারা। হোটেলের যে ঘরে তাঁদের থাকতে দেওয়া হয়েছে, তার ঘরগুলি খুবই ছোট। ফলে হালকা অনুশীলন তো দূর, ভাল করে নড়াচড়ারও জায়গা নেই। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে দিন-রাতের টেস্ট খেলবে ভারতের মহিলা দল। একদিনের এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজও রয়েছে। করোনার জন্য সব খেলাই হবে ব্রিসবেনে। কিন্তু সেখানে সরকারি যে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে তাঁদের, তা প্রত্যাশার থেকে অনেকটাই কম। কিছু মহিলা ক্রিকেটার ক্ষোভ প্রকাশও করেছেন। ছোট ঘর ছাড়াও, প্রতিদিন তাঁদের যে খাবার দেওয়া হচ্ছে তা পর্যাপ্ত নয়। খাবারের পদও রোজ বদলানো হচ্ছে। যেখানে রয়েছেন সেই জায়গায় কোনও নিরাপত্তারক্ষীও নেই।

একই প্যারালিম্পিকে দু''টি পদক জয়, ইতিহাস গড়লেন অবনী লেখারা

টোকিও, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): টোকিও প্যারালিম্পিকে দ্বাদশতম পদক এল ভারতের ঝুলিতে। একইসঙ্গে প্যারালিম্পিকে রেকর্ড গড়লেন ভারতীয় শুটার অবনী লেখারা। মেয়েদের ৫০ মিটার রাইফেলে ৩ পজিশন এসএইচ ১-এ ব্রোঞ্জ পদক জিতলেন অবনী। একই প্যারালিম্পিকে দু''টি পদক জিতে ইতিহাস রচনা করলেন অবনী। ১০ মিটার এয়ার রাইফেল ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন অবনী। প্যারালিম্পিকে এই নিয়ে দ্বাদশতম পদক এল ভারতের ঝুলিতে। প্যারালিম্পিকে এখনও পর্যন্ত এক ডজন পদক জয় ভারতের। দুটো সোনা, ছ''টি রুপো এবং চারটি ব্রোঞ্জ জিতেছেন ভারতীয় প্রতিযোগীরা। প্যারালিম্পিকে এটাই ভারতের সেরা সাফল্য। ব্রোঞ্জ জয়ের পর অবনীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে মোদী জানিয়েছেন, 'টোকিও প্যারালিম্পিকে আরও গৌরব। অবনী লেখারার অসাধারণ পারফরম্যান্সে আনন্দিত। ব্রোঞ্জ পদক জয়ের জন্য তাঁকে অভিনন্দন। ভবিষ্যতের প্রচেষ্টার জন্য শুভকামনা রইল।'

প্যারালিম্পিকে ১৩তম পদক ভারতের, ব্রোঞ্জ জিতলেন তিরন্দাজ হরবিন্দর সিং

টোকিও, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) টোকিও প্যারালিম্পিকে ১৩তম পদক জিতল ভারত। ইতিহাস গড়ে প্রথম ভারতীয় তিরন্দাজ হিসেবে প্যারালিম্পিকের আসরে পদক জিতলেন হরবিন্দর সিং। শুক্রবার শুট অফে কোরিয়ার শক্তিশালী প্রতিপক্ষ কিম মিন সু-কে ৬-৫ ব্যবধানে হারিয়ে ব্যক্তিগত বিভাগে ব্রোঞ্জ জেতেন ভারতীয় তারকা তিরন্দাজ হরবিন্দর সিং। শুক্রবার টোকিও প্যারালিম্পিকে তিরন্দাজিতে প্রথম সেট জিতে হরবিন্দর ২-০ পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে যান। দ্বিতীয় সেট জিতে কিম ২-২ সমতা ফেরান। তৃতীয় সেট জেতেন ভারতীয় তারকা এবং ৪-২ ব্যবধানে পিছনে ফেলে দেন কোরিয়ার প্রতিপক্ষকে। চতুর্থ সেট টাই হয়। ফলে দুই তিরন্দাজ ১ পয়েন্ট করে ভাগ করে নেন। চতুর্থ সেটের পর স্কোর-লাইন দাঁড়ায় হরবিন্দরের অনুকূলে ৫-৩। পঞ্চম তথা শেষ সেট জিতে ২ পয়েন্ট ঘরে তোলেন কিম এবং স্কোর-লাইন ৫-৫ সমতায় দাঁড়িয়ে যায়। শুট-অফের একটি তিরে হরবিন্দর ১০ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন। কিম ৮ পয়েন্টে মেরে বসেন তির। ফলে ১টি সেট পয়েন্ট পকেটে পুরে ৬-৫ ব্যবধানে ছেলেদের রিকার্ভ তিরন্দাজির ব্যক্তিগত বিভাগের ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচ জিতে নেন ভারতীয় তারকা। ফলে চলতি টোকিও প্যারালিম্পিকে ভারত ১৩টি পদক জিতল।

টানা ৩৫ ম্যাচ অপরাজিত থেকে স্পেনকে স্পর্শ করল ইতালি

রোম, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ইউরোপের ''সি'' গ্রুপের ম্যাচে বৃহস্পতিবার রাতে বুলগেরিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল ইতালি। দুই দলের ম্যাচটি ১-১ ড্র হয়। ম্যাচের দুটি গোলই হয় প্রথমার্ধে। ইউরো কাপের দুরন্ত ছন্দ ধরে রেখেই এগিয়ে চলেছে মানচিনির ইতালি। প্রতিপক্ষের কাছে তাঁদের হারানো যেন ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে বনুচ্চিরা ম্যাচ জিততে না পারলেও, তরা হারলেনও না। এই নিয়ে টানা ৩৫ ম্যাচ অপরাজিত থাকল ইতালি। এ মুহূর্তে স্পেনের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলল তারা। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের ম্যাচে টানা তিন জয়ের পর এই প্রথম পয়েন্ট হারাল ইতালি। তবে চার ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই আছে আজ্জুরিরা। দ্বিতীয় ড্রয়ে ২ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ দলের মধ্যে চতুর্থ স্থানে আছে বুলগেরিয়া। ইউরো কাপে নজর কারা কিয়েসার গোলে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েছেল আজুরিরা। ১৬ মিনিটে গোল করেন কিয়েসার। কিন্তু ৩৯ মিনিটে ম্যাচে সমতায় ফেরে বুলগেরিয়া। ঘরের মাঠে ম্যাচ জিততে না পারার আফশোস করেছেন আজুরি অধিনায়ক বোনুচ্চি। ইউরো কাপের ইতিহাস ভুলে, নতুন করে শুরু করতে

PWD Sub-Division No-II

Kailashahar, Unakoti Dist.

Status of Road

1. Black top road = 121.650 km
2. Soling (Brick) road = 46.090 km
3. Eanthen road = 21.540 km

Total road langth = 189.28 km

4. Total Number of Road = 67 Nos

10- No Staf Qutar of Irani P.H.C
Type-I - 4 Nos
Type- II - 4 Nos
Type - III - 2 Nos

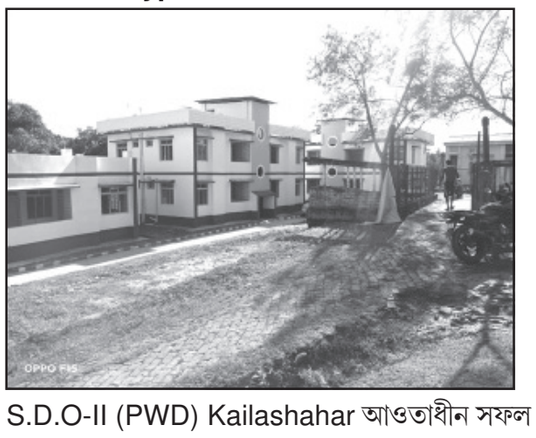

Tender Value Re. 1,73,53,377 /-

Agency -
Sri Salil Acharjee

P.H.C এর পাকা বাড়ি তৈরি করার জন্য সরকার থেকে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার অনুমোদন পাওয়া গেছে। যার কাজ খুব দ্রুত শুরু করা হবে।

S.D.O-II (PWD) Kailashahar আওতাধীন সফল রাস্তা মেরামত, নতুন তৈরি করা ও রাস্তার পাশের ড্রেইন গুলি সুন্দর করা কাজ চলছে। উন্নত রাস্তা তৈরি করা সহ অনেক উন্নয়ন মূল কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে।

FTTDC/ PROD/ BTPF/ 1(23)/ 2020/30903 Date 01/09/2021

NOTICE INVITING TENDER (2ND CALL)

A sealed rate quotation is hereby invited from bonafide Supplier/ Manufacturer/ authorized Dealer for complete supply/ Installation/ Commissioning of 1 (one) No. Fully Electronic Lorry Weighbridge (Pit Mounted Weighbridge with all accessories) for Brahmakunda Tea processing Factory (BTPF), Simna, West Tripura under this Corporation as per following specification as given below:-

Weighbridge type	Mark	No. of Load Cell	Capacity	Platform size	Least count
Pit Mounted	ISO/BIS	6	60 MT	7.5 mtr X 3 mtr	5-10 kg

The interested bidders/Suppliers shall quote their rates in sealed envelope. The sealed tender will be received from 11.00 AM to 3.00 PM in all working days w.e.f. 06-09-2021 to 24-09-2021 in the Tender box of TTDC Ltd. and Tender will be opened on 24-09-2021 at 4.00 PM. For details Terms & conditions please visit the Tripura State Portal /Official portal of Govt. of Tripura -www.tripura.gov.in or the official Notice Board of Tripura Tea Development Corporation Ltd., Old Secretariat Complex, AK Road, Agartala-799001.

(M.L. Das)
Managing Director
TTDC Ltd.

ICA-C-1998/2021-22

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender on plain paper are hereby invited from the intending bonafide and resourceful supplier [Indian Nationality] on behalf of Udaipur Forest Sub-Division, Government of Tripura for supply of the following item of material for various development work as per terms & conditions indicated below, which will be received in the office of the SDFO, Udaipur within the office hour of 05/09/2021 up to 2.30 PM and will be opened on the same day at 3.30 PM. If possible, otherwise on the next working day at 10.00 AM while the bidders may remain present. For all the details including the terms and conditions, etc. the above said Tender Notice may please be referred to. A copy of the said Notice is kept in the Notice Board of 0/ o the Sub-Divisional Forest Officer, Udaipur and also uploaded in the website of the Forest Department: www.tripuraforest.gov.in.

Item of Material	Specification	Rate (per kg/bag/nos)
Iron Rod	6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	
Cement	50 kg	
GCI Sheet	May quote in different specification which are available in market	

Sd/-
[Kamal Bhowmik, TFS]
Sub-Divisional Forest Officer
Udaipur, Gomati Tripura

ICA-C-1990/2021-22

MIDH এর অধীনে উপলব্ধ

শিল্পোদ্যোগ উন্নয়নের এর জন্য ভর্তুকি

ক্রমিক সংখ্যা	উপাদান	হার (মোট ব্যয়ের 50%) সর্বাধিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
	সুসংহত ফসল উত্তরোনওর ব্যবস্থাপনা	
১	প্যাক হাউস/অন ফার্ম কালেকশন এবং গুদামজাত করণ ইউনিট (৯মি x ৬ মিটার)	২.০০
২	সুসংহত প্যাক হাউস কনভেয়ার বেল্ট, বাছাই, গ্রেডিং ইউনিট, ওয়াশিং, শুকানো এবং ওজন (৯ মি x ১৮ মিটার) করার সুবিধাসহ	২৫.০০
৩	প্রাক কুলিং ইউনিট	১২.৫০
৪	কোল্ড রুম (স্টেজিং) ৩০ এম.টি ক্ষমতা সম্পন্ন	৭.৫০
৫	**কোল্ড স্টোর (নির্মাণ, সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণ)**	
ক	কোল্ড স্টোর (ইউনিটের ধরণ-১)	১২০.০০
খ	কোল্ড স্টোর (ইউনিটের ধরণ-২)	২৫০.০০
গ	শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যান	১৩.০০
৬	**প্রাথমিক/মোবাইল/ন্যূনতম প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট**	**১৩.৭৫ (সর্বোচ্চ ৫৫%)**
৭	**সংরক্ষণ ইউনিট**	**১.০০**
	বিপণন পরিকাঠামো স্থাপন	
১	পল্লীবাজার/অপনী মান্ডি	১৩.৭৫ (সর্বোচ্চ ১৫ %)
২	স্ট্যাটিক/মোবাইল ভেন্ডিং কার্ট/শীতল চেম্বার সহ প্ল্যাটফর্ম ফুড প্রসেসিং ইউনিট	০.১৫ ২০০.০০
	মাশরুম চাষ	
১	মাশরুম বীজ (স্পন) উৎপাদন কেন্দ্র	৬.০০
২	মাশরুম উৎপাদন কেন্দ্র	৮.০০

বিশদ জানার জন্য দয়া করে উদ্যান ও মাটি সংরক্ষণ অধিকর্তার অফিসে যোগাযোগ করুন। ত্রিপুরা সরকার, ফোন নম্বর ঃ ০৩৮১২৩৮৪৭৩৯

উদ্যান পালন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ অধিকার
প্যারাডাইস চৌমুহনি, আগরতলা

ICA-D-779-21

আধুনিক প্রযুক্তির ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে : যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় আধুনিক প্রযুক্তির ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যুব সমাজকে খেলাধূলার প্রতি আকৃষ্ট করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। আজ বাধারঘাটের দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে সিন্থেটিক অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে একথা বলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। উল্লেখ্য, এখানে খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পে এই ৪০০ মিটার দীর্ঘ ৮ লেন বিশিষ্ট বিশ্বমানের সিন্থেটিক অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকটি নির্মাণ করা হবে। এজন্য ব্যয় হবে ৭ কোটি টাকা। আগামী ১ বছরের মধ্যে এই ট্র্যাকের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ত্রিপুরাকে দেশের খেলাধুলার মানচিত্রে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে সবাইকে সদর্থক, উদ্ভাবনী ও গঠনমূলক চিন্তা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরও বলেন, ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশের জন্য চাই উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামো। ইতিমধ্যেই এনএসআরসিসি-র পরিকাঠামো অনেকটাই উন্নত করা হয়েছে। তিনি বলেন, পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থের কোনও অভাব হবে না। এক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার সবসময়ই সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করবে। তিনি রাজ্যের খেলাধূলার মানোন্নয়নে প্রথমেই ক্রীড়াক্ষেত্রে নিজেদের কি কি দুর্বলতা রয়েছে তা খুঁজে বের করার গুরুত্ব আরোপ করেন।

তাঁর বক্তব্য, নিজেদের মূল্যায়ন করতে পারলেই সফলতা আসবে। প্রাক্তন খেলোয়াড়দের থেকেও মূল্যবান পরামর্শ নিয়ে রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরকার উদ্যোগ নেবে। করোনা অতিমারীর প্রকোপ কমে গেলে সারা রাজ্যের ক্লাবগুলিকে নিয়ে জেলাভিত্তিক ক্রিকেট, ফুটবল, হকি ইত্যাদি বিভিন্ন খেলার আয়োজন করার জন্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতর সচেষ্ট হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই সিন্থেটিক অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশে সহায়ক ভূমিকা নেবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব বলেন, বিগত সরকার এই দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সটি নির্মাণ করলেও এর সঠিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নে উদ্যোগী হয়নি। তিনি রাজ্যের প্রতিটি স্কুলে যোগাকে চালু করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগী হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। ছাত্রছাত্রীরা যাতে খেলাধূলার প্রতি আরও আকৃষ্ট হয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অংশগ্রহণ করতে পারে তারজন্য শারীর শিক্ষকদের আরও নিষ্ঠা সহকারে কাজ করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখতে গিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের সচিব বলেন, এই সিন্থেটিক ট্র্যাকটি জার্মানি থেকে আনা হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা, উপঅধিকর্তা পদ্মশ্রী ড় দীপা কর্মকার সহ দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকগণ এবং শারীর শিক্ষক শিক্ষিকাগণ।

মহানাম অঙ্গনে দীক্ষা দান অনুষ্ঠান

আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর।। ভারত শিরোমণি বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক মহামহোপাধ্যায় ১৯৩৩ এ আমেরিকায় দ্বিতীয় বিশ্বধর্ম সম্মেলনে ভারতের মহান প্রতিনিধি ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির মানুসপুত্র এবং মহানাম সম্প্রদায়েরে সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমৎ উপাসক বন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজজী আগামী সাত সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকাল আটটায় আগরতলার বনমালীপুরস্থিত শ্রী শ্রী মহানাম অঙ্গনে পদার্পন করিবেন। সাত সেপ্টেম্বর থেকে ১১ সেপ্টেম্বর বিকেল পর্যন্ত তিনি এখানে অবস্থান করবেন। উল্লেখ্য, আগরতলার বনমালীপুরস্থিত শ্রী শ্রী মহানাম অঙ্গনে অবস্থানকালে তিনি সাত - দশ তারিখ পর্যন্ত প্রতিনিদি সন্ধ্যা ছয়টায় ভাগবতীয় কথা পরিবেশন করবেন এবং আট-দশ সেপ্টেম্বর প্রতিদিন সকালে দীক্ষা প্রদানও করবেন। দর্শনেচ্ছু ভক্তদের সানুরাগ উপস্থিতি কামনা করছেন নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের সম্পাদক সুদীপ কুমার রায়। শ্রী রায় এই সংবাদ জানিয়ে বলেন সমস্ত অনুষ্ঠানই সরকারের করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিধি নিষেধ মেনে পালন করা হবে।

২৪ ঘন্টায় ৭৪-লক্ষেরও বেশি, ভারতে টিকাকরণ ৬৭.০৯-কোটির উর্ধে

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭৪.৮৪-লক্ষের বেশি মানুষ। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৬৭.০৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড টিকাকরণের সংখ্যা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৬৭,০৯,৫৯,৯৬৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৭৪,৮৪,৩৩৩ জনকে।

ভারতে ৫২.৬৫-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ১৬,৬৬,৩৩৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৫২,৬৫,৩৫,০৬৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৬,৬৬,৩৩৪ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫ হাজার ৩৫২ জন।

বাঙালিদের হুমকি : শৃঙ্খল চলিহা ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সকাশে বরাক বিজেপি

গুয়াহাটি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শৃঙ্খল চলিহার মতোচরম জাতি-বিদ্বেষী যুবকদের উগ্র বেলেল্লেপনায় আজ রাজ্যের শান্তি-সম্প্রীতি হুমকির মুখে। রাজ্যে বসবাসরত প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীয় জনগণের মধ্যে সৌভ্রাতৃবোধ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। শৃঙ্খলের মতো উশৃঙ্খল যুবকদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার দ্বারস্থ হয়েছে বরাক বিজেপির এক উচ্চস্তরের প্রতিনিধি দল।

'লাচিত সেনা'র পদাধিকারী শৃঙ্খল চলিহা বাঙালিদের বিরুদ্ধে চরম হুমকি দিয়ে রাজ্যের সামাজিক শান্তি-সম্প্রীতির পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছেন। তাই শৃঙ্খল চলিহা সহ তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের অবিলম্বে গ্রেফতার করার দাবি নিয়ে বরাক বিজেপির এক উচ্চস্তরের প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। শৃঙ্খল চলিহা নামের ব্যক্তি এবং তার সঙ্গীরা বাংলাভাষীদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী মন্তব্য করে চলেছেন, সেই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন বরাক বিজেপির নেতাগণ। শৃঙ্খল চালিহা কর্তৃক রাজ্যের বাঙালিদের ওপর আক্রমণ করার হুমকি দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। জাতি বং ভাষা-বিদ্বেষী মন্তব্যের জন্য বাঙালিরা অত্যন্ত মর্মাহত। জাতি এবং ভাষা-বিদ্বেষ সংবলিত হুমকি দেওয়ার শৃঙ্খল চলিহার বিরুদ্ধে অবিলম্বে যাতে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, বরাক বিজেপি'র প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে সেই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বরাক বিজেপির প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন শিলচরের সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপির উপ-সভাপতি ডা. রাজদীপ রায়, লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কৌশিক রাই, এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস, পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, শিলচরের বিধায়ক দ্বীপায়ন চক্রবর্তী এবং করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য।

চোখের জলে বিদায় সিদ্ধার্থ শুক্লা মৃত্যুর কারণ এখনও অজানা

মুম্বই, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়ে গেল অতি অল্প বয়সে প্রয়াত অভিনেতা সিদ্ধার্থ শুক্লার। আসলে কেন কারণে মৃত্যু হয়েছে সিদ্ধার্থের এমন অনেক প্রশ্ন রেখে পঞ্চতত্ত্বে বিলীন হয়ে গেলেন সিদ্ধার্থ। পরিবার, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীদের উপস্থিতিতে ওশিওয়ারা শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে শুক্রবার দুপুরে। চোখের জলে সিদ্ধার্থকে বিদায় জানিয়েছেন সকলে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০.২০ মিনিট নাগাদ মৃত্যু হয় সিদ্ধার্থের, কুপার হাসপাতালের পক্ষ থেকে এমনই জানানো হয়েছে, তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি। শুক্রবার দুপুর ১.২০ মিনিট নাগাদ কুপার হাসপাতাল থেকে বের করা হয় সিদ্ধার্থের মরদেহ, হাজার-হাজার মানুষ একবারের জন্য প্রিয় অভিনেতাকে দেখার অপেক্ষায় ছিলেন। কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় সিদ্ধার্থের দেহ নিয়ে যাওয়া হয় ওশিওয়ারা শ্মশানে। সিদ্ধার্থের মা রীতাদেবী ছেলেকে অকালে হারিয়ে একেবারে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। রীতি মেনেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে সিদ্ধার্থের। প্রিয় অভিনেতা এখন শুধুই স্মৃতিতে।

অকালেই প্রয়াত হয়েছেন তরতাজা এই অভিনেতা। বৃহস্পতিবার মাত্র ৪০ বছরে বয়সে চিরকালের জন্য বিদায় নিয়েছেন সিদ্ধার্থ। সিদ্ধার্থের আচমকা চলে যাওয়ায় স্তব্ধ অনেকেই। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে সিদ্ধার্থের। তবে সিদ্ধার্থের মৃত্যু স্বাভাবিক না-কি অস্বাভাবিক, তা তদন্ত করে দেখছে মুম্বই পুলিশ। মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, অভিনেতা সিদ্ধার্থের শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন ছিল না। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের জন্য সিদ্ধার্থের বাড়িতেও যায় মুম্বই পুলিশের একটি টিম।

চিন আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার, জানাল তালিবান

কাবুল, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : চিন আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তালিবানরা কাবুলে ঢোকার আগেও তাদের প্রতিনিধিরা চিনা সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন বলে শুক্রবার তালিবান জঙ্গি সংগঠনের তরফে খোলাখুলি জানানো হয়েছে। আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে চিন বড় ভূমিকা নেবে বলেও তারা আশাবাদী। বিনিময়ে তারা আফগানিস্তানের তামার খনি থেকে তামা উত্তোলন করবে।

তালিবানের মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ বলেন, তাঁরা চিনের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড প্রকল্প সমর্থন করেন। ওই প্রকল্পে চিনের সঙ্গে আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপকে যুক্ত করা হবে। সেজন্য নির্মাণ করা হবে একাধিক রাজপথ, রেলপথ, বন্দর ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। জাবিউল্লা মুজাহিদ বলেন, "চিন আমাদের দেশে বিনিয়োগ করতে তৈরি। তারা আমাদের দেশের পুনর্গঠনে সাহায্য করবে।" তিনি পরে বলেন, "আমাদের দেশে তামার সমৃদ্ধ খনি রয়েছে। চিন সেখানে কাজ করবে। খনিগুলির আধুনিকীকরণ করবে। চিনের মাধ্যমে আমরা সারা বিশ্বের বাজারে পৌঁছতে পারব।"

চিন ইতিমধ্যে তালিবান সম্পর্কে আশা প্রকাশ করে বলেছে, তারা আর আগের মতো কট্টরপন্থায় বিশ্বাসী নয়। আগামী দিনে তারা সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলির মোকাবিলা করবে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখবে। দেশের জনতা তথা আন্তর্জাতিক মহলের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে। শীঘ্রই আফগানিস্তানে নতুন সরকার গড়ার কথা ঘোষণা করবে তালিবান। তার শীর্ষে থাকবেন জঙ্গি সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা বরাদর।

সক্রিয় রোগী বেড়ে ১.২২ শতাংশ, দৈনিক মৃত্যু অনেকটাই কমল ভারতে

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে ফের কিছুটা কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও ৪০০-র নীচে নেমে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫ হাজার ৩৫২ জন, এই সময়ে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৩৬৬ জনের। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৪,৭৯১ জন, সংক্রমণ বৃদ্ধির জেরে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৪৫ শতাংশে পৌঁছেছে। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৯৯,৭৭৮ জন (১.২২ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১০,১৯৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৬,৬৬,৩৩৪।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৪৫,৩৫২ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ২৯ লক্ষ ০৩ হাজার ২৮৯ জন। ভারতে ৬৭.০৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৬৭,০৯,৫৯,৯৬৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৭৪,৮৪,৩৩৩ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৬৬ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৩৯,৮৯৫ জন (১.৩৪ শতাংশ)।

ভারতে আরোগ্যের সংখ্যা স্বস্তি দিয়ে বেড়েই চলেছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৪,৭৯১ জন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,২০,৬৩,৬১৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৪৫ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬৭ কোটি ০৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯৬৮ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে। কেরলের কোভিড- পরিস্থিতি প্রতিদিনই চিন্তা বাড়াচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫,৩৫২ জন ও মৃত্যু হয়েছে ৩৬৬ জনের, শুধুমাত্র কেরলেই বৃহস্পতিবার সারাদিনে সংক্রমিত হয়েছেন ৩২,০৯৭ ও মৃত্যু হয়েছে ১৮৮ জনের।

৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার, পুঞ্চে ফের অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ

জম্মু, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতীয় সেনাবাহিনীর সতর্ক প্রহরায় ফের ব্যর্থ হল অনুপ্রবেশের চেষ্টা। বৃহস্পতিবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ সেক্টরে, নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল অনুপ্রবেশকারীরা। ভারতীয় সেনাবাহিনী সেই অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করেছে। এই নিয়ে বিগত ৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল সেনাবাহিনী।

পিআরও (প্রতিরক্ষা) জম্মু জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করেছে সেনাবাহিনী। আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসতেই গুলি চালায় সেনা। গুলির শব্দ শুনেই অনুপ্রবেশকারীরা পালিয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে ওই এলাকায় তল্লাশি চালানোর পর কিছুই পাওয়া যায়নি। এর আগে গত সোমবার পুঞ্চ জেলাতেই, ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের সময় দুই জঙ্গিকে নিকেশ করেছিল ভারতীয় সেনা।

গার্হস্থ্য মামলায় অনলাইন শুনানির আর্জি হানি সিংয়ের, ২৮ সেপ্টেম্বর ফের শুনানি

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গার্হস্থ্য হিংসা মামলায় আদালতে হাজিরা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলিউড গায়ক ও অভিনেতা ইয়ো ইয়ো হানি সিংকে। সেই মতো শুক্রবার দিল্লির তিস হাজারি আদালতে হাজিরা দিয়েছেন হিরদেশ সিং ওরফে হানি সিং। গত ২৮ আগস্ট আলাদত জানিয়েছিল, 'কেউ আইনের ঊর্ধে নয়।' ৩ সেপ্টেম্বর হানি সিংকে সশরীরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল, তাই এদিন হাজিরা দিয়েছেন হানি সিং। পরবর্তী শুনানির দিক ঠিক হয়েছে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর। এদিন আদালতে হানি সিং অনুরোধ জানান, স্ত্রীর দায়ের করা গার্হস্থ্য হিংসা মামলার শুনানি হোক অনলাইনে।

হানি সিংয়ের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার মামলা দায়ের করেছেন তাঁর স্ত্রী শালিনী সিং (তালওয়ার), ২০১১ সালের ২৩ জানুয়ারি তাঁরা বিয়ে করেন। হানি সিংয়ের কাছ থেকে ২০ কোটি টাকা খোরপোষ চেয়েছেন তাঁর স্ত্রী। গত শনিবার দিল্লির তিস হাজারি আদালতে হানি সিংয়ের কেঁ সুলি আবেদন জানান, ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক তাঁর মক্কেলকে। যেহেতু তিনি সুস্থ নন। এরপরই আদালত জানায়, 'কেউ আইনের ঊর্ধে নয়।' হানি সিংকে ৩ সেপ্টেম্বর হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্ট ও আয়কর রিটার্ন চেয়ে পাঠায় দিল্লির আদালত। এরপর হানির আইনজীবী জানান, ৩ সেপ্টেম্বর তাঁর মক্কেল আদালতে হাজিরা দেবেন। সেই মতো এদিন আদালতে আসেন হানি সিং। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তানিয়া সিং হানি সিং ও তাঁর স্ত্রীকে নিজের চেম্বারে ডাকেন। পরে উভয়ের কেঁ সুলিদের নিজের চেম্বারে ডাকেন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট।

ডিজি পদে নিয়োগে ইউপিএসসি-র ভূমিকা নিয়ে রাজ্যের আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ইউপিএসসি-র হস্তক্ষেপ ছাড়াই রাজ্যে পুলিশ প্রধান নিয়োগের মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জোর ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। কেন্দ্র-রাজ্য অম্ল-মধুর সম্পর্কের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুপ্রিম কোর্টে একটি আপিল করেছিল। যেখানে দাবি করা হয়, ডিজি নিয়োগের ক্ষমতা যেন রাজ্যের হাতেই দেওয়া হয়। এবং এতে ইউপিএসসি-র কোনও হস্তক্ষেপ না থাকে। শুক্রবার এই মামলাটি সমূলে খারিজ করে দিয়েছে আদালত। একই সঙ্গে তীব্র ভর্ৎসনা করা হয়েছে রাজ্যের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করা আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরাকে। বিচারপতি নাগেশ্বর রাওয়ের ডিভিশন বেঞ্চ এদিন মামলাটি খারিজ করে জানায়, "এই ধরনের আবেদন করবেন না। ইউপিএসসি-কে বাইপাস করে ডিজি নিয়োগ করা যাবে না।" শুনানি চলাকালীন তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণে শীর্ষ আদালত রাজ্যের কেঁ সুলিকে বলে, "আমরা আপনাকে এই আবেদন প্রত্যাহার করার সুযোগ দিচ্ছি। বিষয়টি নিয়ে পরে তর্ক করা যেতে পারে। আমাদের কাছে একক ব্যক্তির দায়ের করা অসংখ্য মামলা রয়েছে। এখন রাজ্য সরকারও যদি এসব করতে শুরু করে, আমরা (অন্যান্য) মামলা শুনব কী ভাবে? আর আপনারা বলেন যে জামিনের আবেদন শোনা হয় না!"

বিচারপতি রাও, বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি বি ভি নগরত্নার বেঞ্চ রাজ্য সরকারের সেই আবেদনই শুনতে রাজি হয়নি। আদালত মন্তব্য করে, এটি আইনি প্রক্রিয়ার অপব্যবহার! এই কাজ করা যায় না। বিচারপতি বলেন, এই ধরনের আবেদন আগেই খারিজ হয়েছে। তাহলে কেন একই আবেদন নিয়ে এসে আদালতের সময় নষ্ট করছেন? এর পরই ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, আবেদন প্রত্যাহার করুন। না হলে খারিজ করা হবে। রাজ্যের আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরা আবেদন প্রত্যাহার করে নেন। এর আগে পুলিশি সংস্কার সংক্রান্ত মামলায় ডিজিপি পদে নিয়োগের প্রসঙ্গ ওঠে। সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ঠিক হয়, ডিজিপি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে, যোগ্য প্রার্থীর নামের তালিকা ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পাঠাবে রাজ্য সরকার। সেই নাম থেকে ৩ জনের প্যানেল ঠিক করে দেবে ইউপিএসসি।সেই প্যানেল থেকেই একজনকে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ পদে বেছে নেবে সরকার। ২০০৭ সালের পুলিশি ব্যবস্থা সংস্কার সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সব রাজ্যকে এই নিয়ম মানার নির্দেশ দেয়। এদিন মূল মামলাকারীর আইনজীবী প্রশান্তভূষণ অভিযোগ করেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনেক রাজ্যেই লাগু হয়নি।আদালত জানায়, বিষয়টি তাঁরা জানেন। অক্টোবরে মূল মামলার শুনানির সময় এই ব্যাপারে কিছু বলার থাকলে রাজ্য তা বলতে পারে।

নতুন আফগান সরকারের প্রধান হচ্ছেন তালিবানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা বরাদর

কাবুল, ৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : শীঘ্রই আফগানিস্তানে নতুন সরকার গড়ার কথা ঘোষণা করবে তালিবান। তার শীর্ষে থাকবেন জঙ্গি সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা বরাদর। শুক্রবার তালিবান সূত্রে এখবর জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, মোল্লা বরাদর বাদে নতুন সরকারে থাকবেন তালিবানের প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা ওমরের ছেলে মোল্লা মহম্মদ ইয়াকুব এবং অপর শীর্ষস্থানীয় নেতা শের মহম্মদ আব্বাস স্তানেকজাই।

তালিবান সূত্র জানিয়েছে, সংগঠনের প্রত্যেক শীর্ষ নেতা কাবুলে উপস্থিত হয়েছেন। শীঘ্রই নতুন সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হবে। গত ২১ আগস্ট কাবুলে আসেন মোল্লা বরাদর। তখন থেকেই নানা সূত্রে শোনা যায়, তিনি নতুন আফগান সরকারের শীর্ষে থাকবেন। তাঁকে আগে আফগানিস্তানের বাইরে বেশি লোক চিনতেন না।

মোল্লা বরাদর, তালিবানের সংগঠন মূলত পাশতুন জাতির লোকজনকে নিয়ে গঠিত। মোল্লা বরাদরও সেই জাতির মানুষ। তিনি পোপালজাই উপজাতির সদস্য। আফগানিস্তানের আর এক প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইও ওই উপজাতির সদস্য ছিলেন। ইন্টারপোল জানিয়েছে, ১৯৬৮ সালে উরুজগান প্রদেশের দেহরাউদ জেলায় উইতমাক গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। একসময় তিনি গ্রামে ছাগল চরাতেন। আটের দশকে সোভিয়েত সেনার বিরুদ্ধে তথাকথিত জেহাদে যোগ দেন। ১৯৯৪ সালে যে চারজন তালিবান নামে জঙ্গি সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মোল্লা বরাদর তাঁদের অন্যতম। বরাদরের সঙ্গী ছিলেন মোল্লা ওমর। যুদ্ধ চলাকালীনই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মোল্লা ওমরের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল মোল্লা বরাদরের। মোল্লা ওমরের বোনকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। ২০০১ সালে আমেরিকা আক্রমণ করার সময় মোল্লা বরাদর ছিলেন তালিবানের উপ প্রতিরক্ষামন্ত্রী। মার্কিন অভিযান মোকাবিলায় তালিবানকে পরিচালনা করা ছিল তাঁর কাজ। একসময় আফগানিস্তানে তালিবানের প্রতিটি হামলার পিছনে ছিল মোল্লা বরাদরের ছক। এছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপরে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিনি তালিবানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন। অন্যান্য তালিবান নেতার মতো একসময় মোল্লা বরাদরের বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ। তাঁর বিদেশের সম্পত্তি ফ্রিজ করে দেওয়া হয়। তাঁর বিদেশ ভ্রমণের ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তাঁকে অস্ত্র বিক্রি করাও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ২০১৮ সালের ২১ সেপ্টেম্বর একটি শর্তে মোল্লা বরাদরকে মুক্তি দেয় পাকিস্তান। শর্ত ছিল, তিনি আফগান সরকার ও তালিবানের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা চালাবেন। একটি সূত্রে জানা যায়, মোল্লা বরাদর আমেরিকার সঙ্গেও আলোচনা চালাতে আগ্রহী ছিলেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।